Biddabari your success benchmark

১০-২০তম গ্রেড

Lecture Sheet

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলি, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি,
সাধারণ বিজ্ঞান, আইসিটি ও ভূগোল

Lecture (1-12)

সূচিপত্র

বাংলাদেশ বিষয়াবলি	
লেকচার-১	
❖ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি	৪-২৬
❖ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি	
❖ বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু	
❖ বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি	
❖ বাংলাদেশের নদ-নদী	
❖ বাংলাদেশের হাওড়, বিল ও হ্রদ	
❖ বাংলাদেশের দ্বীপ ও চরসমূহ	
❖ পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, জলপ্রপাত ও ঝরনা	
লেকচার-২	
❖ বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ	২৭-৬৪
❖ বাংলার প্রাচীন জনপদ	
❖ বাংলার প্রাচীন শাসন	
❖ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন	
❖ বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন	
❖ বারো ভূঁইয়া, মুঘল শাসন	
❖ উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	
❖ বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	
❖ উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন	
লেকচার-৩	
☑ **বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের উতিহাস**	৬৫-১১২
❖ ভাষা আন্দোলন	
❖ ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	
❖ কাগমারি সম্মেলন	
❖ আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ১৯৫৮	
❖ ৬৬'র ছয়দফা কর্মসূচি	
❖ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	
❖ ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান	
❖ ৭০'র নির্বাচন	
❖ ৭ মার্চের ভাষণ	
❖ ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা	
❖ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র	
❖ মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল	
❖ মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ	
❖ মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা	
❖ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা	
❖ বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি	
❖ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনা	

লেকচার-৪	
☑ বাংলাদেশের সংবিধান	১১৩-১৯৪
❖ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস	
❖ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য	
❖ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ	
❖ জরুরী অবস্থা	
❖ সংবিধান সংশোধনী	
☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনশুমারি (আদমশুমারি)	
❖ জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি	
❖ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব	
❖ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা	
❖ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান	
❖ ভাস্কর্য, পদক, পুরস্কার, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলা	
❖ বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি	
❖ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা	
❖ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা	
❖ নারী ও শিশু শিক্ষা	
❖ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা	
❖ বাংলাদেশের প্রথম	
লেকচার-৫	
☑ বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ	১৯৫-২৫০
❖ কৃষি শুমারি	
❖ অর্থকরি ফসল	
❖ ধানের বিভিন্ন জাত	
❖ কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান	
☑ মৎস্য সম্পদ	
☑ বাংলাদেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	
☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি	
❖ উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পঞ্চবার্ষিক	
❖ জাতীয় আয়-ব্যয়/বাজেট	
❖ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
❖ বাংলাদেশের ব্যাংক বিমা	
❖ বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য	
❖ শিল্প উৎপাদন	
❖ পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ	

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার-৬	
☑ সিলেবাস আলোচনা ও বিশ্ব মানচিত্রের ধারণা	২৫১-২৮০
☑ পৃথিবী পরিচিতি ও এর আয়তন	
☑ বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ	
☑ **মহাদেশ পরিচিতি**	
❖ ভৌগোলিক উপনাম	
❖ পুরাতন ও বর্তমান নাম	
❖ রাজধানী	
❖ ভাষা	
❖ মুদ্রা	
❖ আইনসভা	
❖ পৃথিবীর বিখ্যাত স্থান	

লেকচার-৭	
☑ জাতিসংঘ	২৮১-৩০৪
❖ জাতিসংঘের সংগঠন	
❖ মানবাধিকার সংগঠন	
❖ বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	
❖ বৈশ্বিক আঞ্চলিক সংস্থা	
❖ পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা	

লেকচার-৮	
❖ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ,	৩০৫-৩৩৪
❖ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ, বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবসমূহ	
❖ বিশ্বের বিভিন্ন চুক্তি, সামরিক ঘাঁটি	
❖ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ, পাহাড়, প্রণালী	

সাধারণ বিজ্ঞান

লেকচার-৯	
☑ পদার্থের অবস্থা ও তাদের পরিবর্তন	৩৩৫-৩৭০
❖ পরমাণু ও পরমাণুর গঠন	
❖ ধাতু ও অধাতু	
❖ বিভিন্ন প্রকার পদার্থ- (চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ)	
❖ জারণ-বিজারণ	
☑ শব্দ ও তরঙ্গ	
☑ শক্তির উৎস ও এর প্রয়োগ	
☑ আলোক শক্তি	
☑ বিভিন্ন প্রকার শক্তির রূপান্তর	
☑ বিভিন্ন ধরনের পরিমাপক যন্ত্র	

লেকচার-১০	
☑ বায়ুম-ল	৩৭১-৪২২
☑ বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও জ্বালানি	
☑ গ্রীনহাউজ গ্যাস ও গ্রিনহাউজ ইফেক্ট	
☑ জেনেটিক্স	
☑ মানব দেহ ও রক্ত	
☑ খাদ্য, পুষ্টি ও ভিটামিন	
☑ উদ্ভিদজগৎ	
❖ উদ্ভিদ ও সালোকসংশ্লেষন	
❖ রূপান্তরিত পাতা, মূল ও কান্ড, ফুল ও ফল	
❖ বিভিন্ন প্রকার কালচার	
❖ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একক	
❖ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও আবিষ্কারক	
❖ জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রের জনক	

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

লেকচার-১১	
☑ কম্পিউটারের বেসিক আলোচনা	৪২৩-৪৬৮
☑ কম্পিউটার সংগঠন	
❍ সিস্টেম ইউনিট	
☑ কম্পিউটার পেরিফেরালস	
❍ ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস	
☑ কম্পিউটারের ক্রমবিবর্তন	
☑ কম্পিউটার মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস	
☑ কম্পিউটার সফটওয়্যার	
☑ অপারেটিং সিস্টেম	
☑ ইউটিলিটি প্রোগ্রাম	
☑ ইন্টারনেট	
☑ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম	
☑ ক্লাউড কম্পিউটিং	
☑ ই-মেইল, ই-কমার্স	
☑ সামাজিক যোগাযোগ ও সাইবার অপরাধ	

লিখিত

লেকচার-১২	
সাম্প্রতিক ইস্যুসমূহের উপর আলোচনা + সংক্ষিপ্ত নোট	

১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

লেকচার ১

Lecture Contents

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি।
- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু।
- বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি।
- বাংলাদেশের নদ-নদী।
- হাওড়, বিল ও হ্রদ।
- দ্বীপ ও চরসমূহ।
- পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, জলপ্রপাত ও ঝরনা।

Content Discussion

প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা শিক্ষক তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি

অবস্থান: এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশের অবস্থান। ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫′ উত্তর অক্ষরেখা) অতিক্রম করেছে।

আয়তন: বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০তম। [বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৩য় শ্রেণি]

বাংলাদেশের চার প্রান্ত

প্রান্ত	স্থান	উপজেলা	জেলা
উত্তর	বাংলাবান্ধা/জায়গীরজোত	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়
দক্ষিণ	ছেঁড়াদ্বীপ/সেন্টমার্টিন	টেকনাফ	কক্সবাজার
পূর্ব	আখাইঠং	থানচি	বান্দরবান
পশ্চিম	মনাকষা	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বলে পঞ্চগড় জেলাকে ‘হিমালয়ের কন্যা’ বলা হয়। পঞ্চগড় থেকে হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ দেখা যায়।			

বাংলাদেশের কৌণিক শীর্ষ

উত্তর পশ্চিম কোণ	তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	
উত্তর-পূর্ব কোণ	জকিগঞ্জ, সিলেট	
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	
দক্ষিণ-পূর্ব কোণ	টেকনাফ, কক্সবাজার	

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
(ক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (খ) দক্ষিণ এশিয়া
(গ) মধ্য এশিয়া (ঘ) দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

২. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?
(ক) ২২°৩০′ থেকে ২২°৩০′ দক্ষিণ অক্ষাংশে
(খ) ৮০°৩১′ থেকে ৪০°৯০′ দ্রাঘিমাংশে
(গ) ৩৪°২৫′ থেকে ৩৮′ উত্তর অক্ষাংশে
(ঘ) ৮৮°০১′ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে

৩. বাংলাদেশের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশের–
(ক) ২০°৩৪′-২৬°৩৮′ (খ) ২১°৩১′-২৬°৩৩′
(গ) ২২°৩৪′-২৬°৩৮′ (ঘ) ২০°২০′-২৫°২৬′

৪. নিম্নলিখিত কোনটির উপর বাংলাদেশ অবস্থিত?
(ক) ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকন (খ) ট্রপিক অব ক্যান্সার
(গ) ইকুয়েটর (ঘ) আর্কটিক সার্কেল

৫. ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে, সেটি হচ্ছে–
(ক) মূল মধ্যরেখা (খ) কর্কট ক্রান্তি রেখা
(গ) মকরক্রান্তি রেখা (ঘ) আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

৬. কর্কটক্রান্তি রেখা–
(ক) বাংলাদেশের উত্তর সীমান্ত দিয়ে গিয়েছে
(খ) বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে গিয়েছে
(গ) বাংলাদেশের মধ্যখান দিয়ে গিয়েছে
(ঘ) বাংলাদেশ হতে অনেক দূরে অবস্থিত

৭. ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের কোন জেলার উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে?
(ক) শেরপুর (খ) টাঙ্গাইল
(গ) গোপালগঞ্জ (ঘ) মুন্সিগঞ্জ

৮. বাংলাদেশের কোন জেলায় কর্কটক্রান্তি রেখা ও ৯০° দ্রাঘিমাংশের ছেদবিন্দু অবস্থিত?
(ক) নাটোর (খ) ফরিদপুর
(গ) ঝালকাঠি (ঘ) মাগুরা

৯. বাংলাদেশের মোট আয়তন–
(ক) ১,৪৭,৭৭০ বর্গ কি.মি. (খ) ১,৪৬,৭৮০ বর্গ কি.মি.
(গ) ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. (ঘ) ১,৪৬,৮৫০ বর্গ কি.মি.

১০. 'হিমালয়ের কন্যা' বলা হয় কোন জেলাকে?
(ক) পঞ্চগড় (খ) সিলেট
(গ) কক্সবাজার (ঘ) রাঙামাটি

১১. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কেনাটি?
(ক) দিনাজপুর (খ) ঠাকুরগাঁ
(গ) লালমনিরহাট (ঘ) পঞ্চগড়

১২. কোন জেলাকে 'হিমালয়ের কন্যা' বলা হয়?
(ক) কুয়াকাটা (খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(গ) পঞ্চগড় (ঘ) ভোলা

১৩. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা থেকে হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ দেখা যায়?
(ক) কাঞ্চনজঙ্ঘা (খ) চিম্বুক
(গ) এভারেস্ট (ঘ) কেওক্রাডং

১৪. বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা (থানা) এর নাম কি?
(ক) টেকনাফ (খ) বাংলাবান্ধা
(গ) শিবগঞ্জ (ঘ) তেঁতুলিয়া

১৫. তেঁতুলিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) দিনাজপুর (খ) পঞ্চগড়
(গ) জয়পুরহাট (ঘ) লালমনিরহাট

১৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত স্থানের নাম–
(ক) টেকনাফ (খ) তেঁতুলিয়া
(গ) পঞ্চগড় (ঘ) বাংলাবান্ধা

১৭. বাংলাবান্ধা কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) কুড়িগ্রাম (খ) ঠাকুরগাঁও
(গ) পঞ্চগড় (ঘ) জয়পুরহাট

১৮. টেকনাফ ও তেঁতুলিয়া কোন দুটি জেলায় অবস্থিত?
(ক) বান্দরবান ও নীলফামারী (খ) কক্সবাজার ও দিনাজপুর
(গ) চট্টগ্রাম ও কুড়িগ্রাম (ঘ) কক্সাবাজার ও পঞ্চগড়

১৯. বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণের জেলা কোনটি?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) ভোলা
(গ) পটুয়াখালী (ঘ) কক্সবাজার

২০. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলার নাম কি
(ক) বাঙ্গুনিয়া (খ) রামু
(গ) টেকনাফ (ঘ) লামা

২১. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে কোনটি অবস্থিত?
(ক) দক্ষিণ তালপট্টি (খ) সেন্টমার্টিন
(গ) নিঝুম (ঘ) ভোলা

২২. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়নের নাম কি?
(ক) বুড়িমারী (খ) তেঁতুলিয়া
(গ) সেন্টমার্টিন (ঘ) বাংলাবান্ধা

২৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের উপজেলা–
(ক) টেকনাফ (খ) রুমা
(গ) থানচি (ঘ) পঞ্চগড়

২৪. বাংলাদেশের সর্বপশ্চিমে অবস্থিত জেলা–
(ক) ঠাকুরগাঁও (খ) পঞ্চগড়
(গ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (ঘ) সাতক্ষীরা

উত্তরমালা

১	খ	২	ঘ	৩	ক	৪	খ	৫	খ	৬	গ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	গ												

বাংলাদেশের মানচিত্র

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর রবার্ট ক্লাইভ ব্রিটিশ ভূগোলবিদ জেমস রেনেলকে সমগ্র বাংলার ম্যাপ প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। রেনেল বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলের জরিপ করেন এবং ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন বঙ্গদেশের মানচিত্র (Bengal Atlas)।

বাংলাদেশের সীমানা

সূত্র	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	মাধ্যমিক ভূগোল
বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা	৫১৩৮ কি.মি.	৪৭১১ কি.মি.
বাংলাদেশের সর্বমোট স্থলসীমা	৪৪২৭ কি.মি.	৩৯৯৫ কি.মি.
বাংলাদেশের উপকূলের দৈর্ঘ্য	৭১১ কি.মি.	৭১৬ কি.মি.
বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখার দৈর্ঘ্য	৪১৫৬ কি.মি.	৩৭১৫ কি.মি.
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য	২৭১ কি.মি.	২৮০ কি.মি.

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী

ক) বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য ৫টি। যথা– আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ। (**শর্ট টেকনিক** : আমিত্রিমেপ)। রাজ্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সীমানা রয়েছে। পাঁচটি রাজ্যের মোট ৩২টি জেলা বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত।

খ) মিয়ানমারের প্রদেশ ২টি। যথা- চীন এবং রাখাইন।
বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। ভারত-মিয়ানমার উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের একমাত্র জেলা রাঙ্গামাটি।

ক) ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি। যথা–

বিভাগ	জেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
রাজশাহী	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ
রংপুর	কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর
খুলনা	সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর

ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোনো সীমান্ত সংযোগ নেই।

খ) মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩টি। যথা– রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার।

বাংলাদেশের বিভাগ

স্বাধীনতা লগ্নে বাংলাদেশে চারটি বিভাগ ছিল। যথা– ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা। পরবর্তীতে আরও ৪টি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হলে বিভাগের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮। নবীনতম (৮ম) বিভাগ ময়মনসিংহ সৃষ্টি করা হয় ২০১৫ সালে।

বাংলাদেশের জেলা

স্বাধীনতা লগ্নে বাংলাদেশে ১৯টি জেলা ছিল। যথা– ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, পটুয়াখালী এবং বরিশাল। ১৯৭৮ সালে ২০তম জেলা জামালপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে বৃহত্তম ২০টি জেলাকে ভেঙ্গে সর্বমোট ৬৪টি জেলায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ৬৫তম জেলা ভৈরব।

১৯৪৭ সালের আগ পর্যন্ত সিলেট আসাম প্রদেশের অংশ ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় সিলেট জেলা গণভোটের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে সিলেটে বসতি স্থাপন শুরু করে। সিলেটের স্থানীয় মানুষ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে 'বেঙ্গলি' হিসেবে চিহ্নিত করে।

বিভাগ	অন্তর্গত জেলা	সংখ্যা
ঢাকা	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী	১৩
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরনবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১
খুলনা	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা	১০
রাজশাহী	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ	৮
রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর	৮
বরিশাল	বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা	৬
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	৪
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, শেরপুর	৪

বিভাগভিত্তিক বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম জেলা

বিভাগ	বৃহত্তম জেলা	ক্ষুদ্রতম জেলা
ঢাকা	টাঙ্গাইল	নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম	রাঙ্গামাটি	ফেনী
রাজশাহী	নওগাঁ	জয়পুরহাট
রংপুর	দিনাজপুর	লালমনিরহাট
খুলনা	খুলনা	মেহেরপুর
বরিশাল	ভোলা	ঝালকাঠি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	শেরপুর

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম কে আঁকেন?
(ক) র‍্যাডক্লিফ (খ) কামরুল হাসান
(গ) জেমস রেনেল (ঘ) শিব নারায়ণ

২. বাংলদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৫১৩৮ কিলোমিটার (খ) ৫১৪০ কিলোমিটার
(গ) ৫১৪৪ কিলোমিটার (ঘ) ৫১৫০ কিলোমিটার

৩. বাংলাদেশের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য (জল ও স্থলসহ) কত?
(ক) ৫৫০০ মাইল (খ) ৪৪২৪ মাইল
(গ) ৩২২০ মাইল (ঘ) ২৯২৮ মাইল

৪. বাংলাদেশের স্থল সীমার দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
(ক) ৫১১১ (খ) ৪৪২৭
(গ) ২৯৮০ (ঘ) ৮২৫০

৫. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৬০০ কিলোমিটার (খ) ৬৫০ কিলোমিটার
(গ) ৭১১ কিলোমিটার (ঘ) ৮০০ কিলোমিটার

৬. বাংলাদেশের সমুদ্রকূলের দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৭১১/৭১৬ কি.মি. (খ) ৭২৪ কি.মি.
(গ) ৭৮০ কি.মি. (ঘ) ৮৬৫ কি.মি.

৭. বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৪৫০ মাইল (খ) ৬৪০ মাইল
(গ) ৪৪৫ মাইল (ঘ) ৪৩৫ মাইল

৮. বাংলাদেশের সাথে কয়টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৯. যে দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে সে দুটির নাম কি?
(ক) ভারত ও ভুটান (খ) ভারত ও মালদ্বীপ
(গ) ভারত ও নেপাল (ঘ) ভারত ও মায়ানমার

১০. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৩৩০০ কিলোমিটার (খ) ৩৫৩৭ কিলোমিটার
(গ) ৩৭১৫ কিলোমিটার (ঘ) ৩৯৩৫ কিলোমিটার

১১. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত?
(ক) ৫১৩৮ কি.মি. (খ) ৪৩৭১ কি.মি.
(গ) ৪১৫৬ কি.মি. (ঘ) ৩৯৭৮ কি.মি.

১২. মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত কত কি.মি.
(ক) ২৫০ কি.মি. (খ) ২৫১ কি.মি.
(গ) ২৬১ কি.মি. (ঘ) ২৭১ কি.মি.

১৩. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি?
(ক) ৫ (খ) ৭
(গ) ১২ (ঘ) ১৪

১৪. বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কয়টি?
(ক) ৩০টি (খ) ৩৩টি
(গ) ৩৪টি (ঘ) ৩২টি

১৫. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কয়টি?
(ক) ২৮ (খ) ৩০
(গ) ৩১ (ঘ) ৩৫

১৬. বাংলাদেশের কোন বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই?
(ক) ঢাকা (খ) রংপুর
(গ) রাজশাহী (ঘ) চট্টগ্রাম

১৭. বাংলাদেশের কোন জেলাটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মধ্যে নয়?
(ক) পঞ্চগড় (খ) সাতক্ষীরা
(গ) হবিগঞ্জ (ঘ) কক্সবাজার

১৮. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই?
(ক) বান্দরবান (খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
(গ) পঞ্চগড় (ঘ) দিনাজপুর

১৯. রংপুর বিভাগের কতটি জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত রয়েছে?
(ক) চার (খ) পাঁচ
(গ) ছয় (ঘ) তিন

২০. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ক'টি জেলার সীমান্ত রয়েছে?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২১. কোন জেলার সাথে মিয়ানমারের সীমান্ত আছে?
(ক) কুমিল্লা (খ) চট্টগ্রাম
(গ) বান্দরবান (ঘ) ফেনী

২২. নিচের কোন জেলাটি তিনটি দেশের সীমানায় অবস্থিত?
(ক) পঞ্চগড় (খ) যশোর
(গ) রাঙ্গামাটি (ঘ) সিলেট

২৩. বাংলাদেশের কোন জেলা দুই দেশের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত?
(ক) খাগড়াছড়ি (খ) বান্দরবান
(গ) রাঙ্গামাটি (ঘ) কুমিল্লা

২৪. বাংলাদেশের কোন জেলার সঙ্গে বিদেশের কোনো সীমানা নেই?
(ক) ফরিদপুর (খ) ময়মনসিংহ
(গ) বান্দরবান (ঘ) যশোর

২৫. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

২৬. ভারতের কোন অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘতম সীমানা বিদ্যমান?
(ক) পশ্চিমবঙ্গ (খ) ত্রিপুরা
(গ) আসাম (ঘ) মিজোরাম

২৭. নিচে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে?
(ক) ত্রিপুরা, মিজোরাম, বার্মা ও আসাম
(খ) পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য
(গ) মেঘালয়, বেনাপোল, আসাম ও ত্রিপুরা
(ঘ) সিলেট, করিমগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয়

২৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানায় ভারতের নিচের কোন দুটি রাজ্য অবস্থিত?
(ক) আসাম ও ত্রিপুরা (খ) মিজোরাম ও ত্রিপুরা
(গ) মিজোরাম ও মণিপুর (ঘ) ত্রিপুরা ও মেঘালয়

২৯. ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নেই?
(ক) মেঘালয় (খ) ত্রিপুরা
(গ) আসাম (ঘ) নাগাল্যান্ড

৩০. বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত?
(ক) নেপাল ও ভুটান (খ) পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম
(গ) পশ্চিমবঙ্গ ও কুচবিহার (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম

৩১. সিলেট জেলার উত্তরে কোন ভারতীয় রাজ্য অবস্থিত?
(ক) মেঘালয় (খ) আসাম
(গ) নাগাল্যান্ড (ঘ) মণিপুর

৩২. বাংলাদেশের পূর্বসীমা রেখায় অবস্থিত?
(ক) ভারত (খ) মিয়ানমার
(গ) বঙ্গোপসাগর (ঘ) ভারত ও মিয়ানমার

৩৩. মিয়ানমার বাংলাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
(ক) দক্ষিণ-পূর্ব (খ) উত্তর-পূর্ব
(গ) পূর্ব (ঘ) পশ্চিম

৩৪. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কয়টি বিভাগ ছিল?
(ক) চারটি (খ) পাঁচটি
(গ) ছয়টি (ঘ) তিনটি

৩৫. বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক বিভাগ–
(ক) সিলেট বিভাগ (খ) বরিশাল বিভাগ
(গ) রাজশাহী বিভাগ (ঘ) খুলনা বিভাগ

৩৬. কোন বিভাগে জেলার সংখ্যা সর্বোচ্চ?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম
(গ) রাজশাহী (ঘ) খুলনা

৩৭. ঢাকা বিভাগে কয়টি জেলা আছে?
(ক) ১৫ (খ) ১৩
(গ) ১২ (ঘ) ১৪

৩৮. রাজশাহী বিভাগে কয়টি জেলা আছে?
(ক) ৮ (খ) ১৩
(গ) ১২ (ঘ) ১০

৩৯. রংপুর বিভাগের জেলা সংখ্যা কয়টি?
(ক) ১২টি (খ) ১০টি
(গ) ৮টি (ঘ) ৬টি

৪০. ময়মনসিংহ বিভাগ কয়টি জেলা নিয়ে গঠিত?
(ক) ৩টি (খ) ৪টি
(গ) ৫টি (ঘ) ৭টি

৪১. নওগাঁ জেলা কোন বিভাগে অবস্থিত?
(ক) দিনাজপুর (খ) বরিশাল
(গ) কুমিল্লা (ঘ) রাজশাহী

৪২. রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?
(ক) জয়পুরহাট (খ) নওগাঁ
(গ) চাপাইনবাবগঞ্জ (ঘ) নাটোর

৪৩. ময়মনসিংহ বিভাগের আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?
(ক) ময়মনসিংহ (খ) নেত্রকোণা
(গ) ভালুকা (ঘ) শেরপুর

৪৪. বাংলাদেশের কোন জেলা আসামের অংশ ছিল?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) সিলেট
(গ) কুমিল্লা (ঘ) দিনাজপুর

৪৫. সিলেট জেলায় 'বেঙ্গলি' কাদের বলা হয়?
(ক) সিলেটের স্থায়ী জনগোষ্ঠী
(খ) সিলেটের আদি হাওর অঞ্চলের মানুষ
(গ) সিলেটের আদি জনগোষ্ঠী
(ঘ) সিলেটে বসবাসরত অস্থানীয় জনগোষ্ঠী

৪৬. স্বাধীনতা লগ্নে বাংলাদেশের জেলা ছিল কয়টি?
(ক) ১৯ (খ) ২১
(গ) ৩২ (ঘ) ৬৪

৪৭. বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কতটি?
(ক) ১৭টি (খ) ২০টি
(গ) ৬৪টি (ঘ) ১৯টি

৪৮. বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা কত?
(ক) ২১ (খ) ৬৪
(গ) ৪৬ (ঘ) ৪৯

৪৯. বাংলাদেশে প্রস্তাবিত ৬৫তম জেলার নাম কি?
(ক) সোনাগাজী (খ) টুঙ্গিপাড়া
(গ) ভৈরব (ঘ) আড়িখা

৫০. তিতাস উপজেলা কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) নোয়াখালী (খ) কুমিল্লা
(গ) রংপুর (ঘ) সিলেট

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	গ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	গ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ
২১	গ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	খ	৪৯	গ	৫০	খ

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়

বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সমুদ্র সীমা (Maritime boundary) রয়েছে। যথা– ভারত ও মিয়ানমার।

বাংলাদেশ বনাম মিয়ানমার এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ। জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS)-এ সমুদ্রসীমা বিষয়ক এই মামলাটি নিষ্পত্তি হয়। এই মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় ১,১১,৬৩১ বর্গ কি.মি.

বাংলাদেশ বনাম ভারত এর সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলা হয় নেদাল্যান্ডস্-এ অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালতে (Permanent Court of Arbitration- PCA). এই সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায় হয় ২০১৪ সালের ৭ জুলাই। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা বিরোধ ছিল ২৫,৬০২ বর্গ কিমি। এই মামলার রায়ে বাংলাদেশ পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কিমি।

আদালতের রায়ের ফলে প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি সুরাহা হওয়ায় বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে পেরেছে– ১,১৮,৮১৩ বর্গকিলোমিটারের টেরিটোরিয়াল সমুদ্র।

–ভূখণ্ডগত/রাজনৈতিক (Territorial) সমুদ্রসীমা: ১২ নটিক্যাল মাইল

–একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone-EFZ) : ২০০ নটিক্যাল মাইল

–মহীসোপান: চট্টগ্রাম ও উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ :

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ গঠিত। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পাহাড় উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চল বাংলাদেশের ৩টি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। পাহাড়সমূহ ভাঁজ বা ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণির। পাহাড়গুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

ক) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল: রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। এই পাহাড়গুলো বেলেপাথর, সেলপাথর এবং কর্দম দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মি. (২০০০ ফুট)। বিখ্যাত সাজেক উপত্যকা রাঙ্গামাটি জেলায় অবস্থিত।

খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল: সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা অঞ্চলে অবস্থিত। পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ

উচ্চতা ক্রম	পর্বত শৃঙ্গের নাম	অবস্থান (মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়)	উচ্চতা (জেলা তথ্য বাতায়ন)	
১	তাজিংডং বা বিজয়	রুমা, বান্দরবান	১২৩১ মিটার	৪৫০ ফুট
২	কেওক্রাডং	বান্দরবান	১২৩০ মিটার	৪৩৩ ফুট
৩	মোদকটং বা সাকা হাফং	থানচি, বান্দরবান	১০০০ মিটার	৩২৮ ফুট

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পাহাড়

পাহাড়	অবস্থান	পাহাড়	অবস্থান
গারো	ময়মনসিংহ	জৈয়ন্তিকা	সিলেট
চন্দ্রনাথ	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম	কালা পাহাড়	মৌলভীবাজার
চিম্বুক নীলগিরি	বান্দরবান	আলুটিলা গুহা ও পাহাড়	খাগড়াছড়ি

(২) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ:

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে এ ভূমি গঠিত। প্লাইস্টোসিনকালে (আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বে) এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। সোপানগুলো হলো–

(ক) বরেন্দ্রভূমি: রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। আয়তন প্রায় ৯,৩২০ বর্গ কিলোমিটার।

(খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।

(গ) লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। পাহাড়টির গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

(৩) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি:

সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। এ সমভূমি বাংলদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে বাকি অঞ্চলগুলো যেমন– দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছে–
(ক) ৩টি অঞ্চলে (খ) ৪টি অঞ্চলে
(গ) ৫টি অঞ্চলে (ঘ) ৬টি অঞ্চলে

২. ভূমির অবস্থা ও গঠন সময়ের হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিরূপকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
(ক) দুই ভাগে (খ) তিন ভাগে
(গ) চার ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে

৩. নিচের কোন ভূমিরূপটি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না?
(ক) মালভূমি (খ) প্লাবন সমভূমি
(গ) পাহাড় (ঘ) দ্বীপ

৪. বাংলাদেশের প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল পাওয়া যায় কোন কোন ভূমিরূপে?
(ক) টারশিয়ারি উচ্চ ভূমি ও প্লাইস্টোসিন টেরেস
(খ) প্লাবন সমভূমি
(গ) উপকূলীয় সমভূমি
(ঘ) সবগুলো হতে পারে

৫. ভূ-তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ভূমিরূপ গঠিত হয়–
(ক) টারশিয়ারী যুগে (খ) প্লাইস্টোসিন যুগে
(গ) কোয়াটারনারী যুগে (ঘ) সাম্প্রতিক কালে

৬. বাংলাদেশের পাহাড় শ্রেণির ভূ-তাত্ত্বিক যুগের ভূমিরূপ হচ্ছে–
(ক) প্লাইস্টোসিন যুগের (খ) টারশিয়ারি যুগের
(গ) মায়োসিন যুগের (ঘ) ডেবোনিয়ান যুগের

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড় কোন যুগে সৃষ্ট?
(ক) টারশিয়ারি যুগে (খ) প্লাইস্টোসিন যুগে
(গ) সাম্প্রতিক যুগে (ঘ) জুরাসিক যুগে

৮. অবস্থান অনুসারে বাংলাদেশের টারশিয়ারি পাহাড়কে কত ভাগে ভাগ করা হয়?
(ক) ২ ভাগে (খ) ৪ ভাগে
(গ) ৫ ভাগে (ঘ) ৮ ভাগে

৯. চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়সমূহ কোন পর্বতের অংশ?
(ক) হিমালয় (খ) আরাকান ইয়োমা
(গ) কারাকোরাম (ঘ) তিয়েনশান

১০. লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) কুমিল্লা (খ) বগুড়া
(গ) সিলেট (ঘ) রাঙামাটি

১১. সাজেক উপত্যকা যে জেলায় অবস্থিত–
(ক) রাঙ্গামাটি (খ) বান্দরবান
(গ) খাগড়াছড়ি (ঘ) ফেনী

১২. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কি?
(ক) লালমাই (খ) বাটালি
(গ) কেওক্রাডং (ঘ) বিজয়

১৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গের নাম কি?
(ক) তাজিংডং (খ) বিজয় তাজিংডং
(গ) বিজয়ক্রাডিং (ঘ) কেওক্রাডং

১৪. তাজিংডং পর্বত কোন জেলায়?
(ক) রাঙ্গামাটি (খ) বান্দরবান
(গ) খাগড়াছড়ি (ঘ) ময়মনসিংহ

১৫. ক্রেওক্রাডং পর্বত কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) খাগড়াছড়ি (খ) বান্দরবান
(গ) সিলেট (ঘ) হবিগঞ্জ

১৬. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কি?
(ক) লুসাই (খ) গারো
(গ) কেওক্রাডং (ঘ) জয়ন্তিকা

১৭. গারো পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) ময়মনসিংহ
(গ) সিলেট (ঘ) কক্সবাজার

১৮. 'চন্দ্রনাথ পাহাড়' কোথায় অবস্থিত?
(ক) সীতাকুণ্ডে (খ) খাগড়াছড়িতে
(গ) টেকনাফে (ঘ) মৌলভীবাজারে

১৯. 'লালমাই পাহাড়' কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) সিলেট (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) কুমিল্লা

২০. সমুদ্র সমতল হতে লালমাই পাহাড় এলাকার গড় উচ্চতা কত?
(ক) ২৭.৫০ মিটার (খ) ২৫ মিটার
(গ) ২১ মিটার (ঘ) ১১.৫০ মিটার

২১. বাংলাদেশের কোন পাহাড়কে পাহাড়ের রানী বলা হয়?
(ক) তাজিংডং (খ) হিমছড়ি
(গ) গারো পাহাড় (ঘ) চিম্বুক পাহাড়

২২. চিম্বুক পাহাড় (Chimbuk Hill) কোথায় অবস্থিত?
(ক) রাঙ্গামাটি (খ) বান্দরবান
(গ) খাগড়াছড়ি (ঘ) সিলেট

২৩. নীলগিরি পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
(ক) সিলেট (খ) বান্দরবান
(গ) রাঙ্গামাটি (ঘ) টেকনাফ

২৪. জৈয়ন্তিকা পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
(ক) ময়মনসিংহ (খ) সিলেট
(গ) রাঙ্গামাটি (ঘ) বান্দরবান

২৫. আলুটিলা প্রাকৃতিক গুহা কোথায় অবস্থিত?
(ক) খাগড়াছড়ি জেলায় (খ) রাঙ্গামাটি জেলায়
(গ) বান্দরবান জেলায় (ঘ) কক্সবাজার জেলায়

২৬. কোন অঞ্চল প্লাইস্টোসিন ভূমিরূপের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) চাঁদপুর (খ) মাদারীপুর
(গ) গাজীপুর (ঘ) রংপুর

২৭. বাংলাদেশের কোথায় প্লাইস্টোসিন কালের সোপান দেখা যায়?
(ক) বান্দরবান (খ) কুষ্টিয়া
(গ) কুমিল্লা (ঘ) বরিশাল

২৮. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার উঁচু ভূমিকে বলে–
(ক) বরেন্দ্রভূমি (খ) মধুপুর গড়
(গ) ভাওয়াল গড় (ঘ) এর কোনোটিই নয়

২৯. বরেন্দ্রভূমি হলো–
(ক) সাম্প্রতিকালের প্লাবন সমভূমি
(খ) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়
(গ) প্লাইস্টোসিনকালের সোপান
(ঘ) পাদদেশীয় পলল সমভূমি

৩০. রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত–
(ক) পলল গঠিত সমভূমি (খ) বরেন্দ্রভূমি
(গ) উত্তরবঙ্গ (ঘ) মহাস্থানগড়

৩১. বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত–
(ক) ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়
(খ) মধুপুর ও ভাওয়াল গড়
(গ) সুন্দরবন
(ঘ) রাজশাহী বিভাগের উত্তর-পশ্চিমাংশ

৩২. বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বোঝায়?
(ক) উত্তরবঙ্গ (খ) পশ্চিমবঙ্গ
(গ) উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ (ঘ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

৩৩. প্লাইস্টোসিন চত্বর কোথায়?
(ক) সিলেট (খ) মধুপুর
(গ) বান্দরবান (ঘ) সুন্দরবন

৩৪. নিচের কোন জেলাতে প্লাইস্টোসিন চত্বরভূমি রয়েছে–
(ক) চাঁদপুর (খ) পিরোজপুর
(গ) মাদারীপুর (ঘ) গাজীপুর

৩৫. বাংলাদেশের কোন জেলা সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত?
(ক) দিনাজপুর (খ) রংপুর
(গ) পঞ্চগড় (ঘ) ঠাকুরগাঁও

৩৬. সমুদ্র সমতল হতে দিনাজপুর জেলার গড় উচ্চতা কত মিটার?
(ক) ৩৭.৫০ মিটার (খ) ৩৫ মিটার
(গ) ৩০ মিটার (ঘ) ২১.৫০ মিটার

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	ক	০৬	খ	০৭	ক	০৮	ক	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ঘ	২২	খ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	ক								

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়ার উপাদানগুলো হলো:

- বায়ুপ্রবাহ
- বায়ুর চাপ
- বায়ুর আর্দ্রতা
- তাপ
- বৃষ্টিপাত

জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ হলো:

- মৃত্তিকার গঠন বা বুনট
- সমুদ্রস্রোত
- পর্বতের অবস্থান
- বায়ুপ্রবাহ
- উচ্চতা
- অক্ষাংশ
- সমুদ্র থেকে দূরত্ব
- ভূমির ঢাল।
- বনভূমির অবস্থান

বৃষ্টিপাত

- বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত–২০৩ সেন্টিমিটার
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত–৩৮৮ সে.মি.
- বর্ষাকালে বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত– ৩০৯ সে.মি.
- বাংলাদেশে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত– ১৫৪ সে.মি.
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়– সিলেট অঞ্চলে।
- বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের– এক-পঞ্চমাংশ হয় গ্রীষ্মকালে।
- বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের-চার-পঞ্চমাংশ হয় বর্ষাকালে
- বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়– দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে।
- শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না– ভূমির উপর দিয়ে আসা বায়ু শুষ্ক থাকার জন্য।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়– উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে।
- মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে– জুন থেকে অক্টোবর (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

বর্ষাকাল

- সময়– জুন থেকে অক্টোবর; (জৈষ্ঠ-কার্তিক)।
- বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা– ২৭° সেলসিয়াস।
- এক বছরের মোট বৃষ্টিপাতের বর্ষাকালে হয়– প্রায় ৮০%।

শীতকাল

- সময়– নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-ফাল্গুন)।
- বাংলাদেশে শীতলতম মাস– জানুয়ারি।
- জানুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা– ১৭.৭° সেলসিয়াস।
- শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে– ২৯° সেলসিয়াস।
- শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে– ১১° সেলসিয়াস।
- শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ– ১০ সেন্টিমিটারের বেশি নয়।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

- হয়েছিল– ১° সেলসিয়াস
- সময়– ১৯০৫ সাল
- স্থান– দিনাজপুর
- তবে, ৮ জানুয়ারি ২০১৮ সালে পঞ্চগড় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.৬° সে.।

গ্রীষ্মকাল

- সময়– মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জৈষ্ঠ্য)।
- বাংলাদেশে উষ্ণতম মাস হলো– এপ্রিল মাস।
- গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে– ৩৪° সেলসিয়াস।
- গ্রীষ্মকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে– ২১° সেলসিয়াস।
- বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা থাকে– ২৬.৭০° সেলসিয়াস।
- গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর–লম্বভাবে কিরণ দেয়।
- বাংলাদেশে মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের– প্রায় ২০ ভাগ হয় গ্রীষ্মকালে।
- গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে– ২৮° সেলসিয়াস।

কালবৈশাখী ঝড়

বাজারে প্রচলিত বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন তথ্য থাকলেও সঠিক তথ্য হচ্ছে–

- কালবৈশাখী ঝড় হয়– প্রাক মৌসুমি বায়ু ঋতুতে
- কালবৈশাখী ঝড় হয়– বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে। [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- কালবৈশাখী ঝড় হয়– চৈত্র-বৈশাখ মাসে [সূত্র : ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান]

বাংলাদেশের তাপমাত্রা

- বার্ষিক গড় তাপমাত্রা– ২৬.০১° সে.
- গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা– ২৭.৮° সে. বা ২৮° সে.
- বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা– ২৭° সে.
- শীতকালে গড় তাপমাত্রা– ১৭.৭ সে.

উষ্ণতম ও শীতলতম

- বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান– নাটোরের লালপুর
- বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা– রাজশাহী
- বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস– এপ্রিল
- বাংলাদেশের শীতলতম স্থান– শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
- বাংলাদেশের শীতলতম জেলা– সিলেট
- বাংলাদেশের শীতলতম মাস– জানুয়ারি

বড় ও ছোট দিন-রাত		
বড় দিন	ছোট রাত	২১ জুন
ছোট দিন	বড় রাত	২২ ডিসেম্বর
দিন রাত্রি সমান	২১ মার্চ, ২৩ সেপ্টেম্বর	

বাংলাদেশের আবহাওয়া কেন্দ্র

- বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের ইংরেজি নাম– Bangladesh Meteorological Department (BMD)
- বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর– প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র–২টি।
  ক. Storm Warning Centre, Dhaka
  খ. Meteorological and Geophysical Centre, Chittagong.

SPARSO	
SPARSO-এর পূর্ণরূপ	Space Research and Remote Sensing Organization
SPARSO-গঠিত হয়	১৯৮০ সাল
SPARSO-প্রধান কার্যালয়	আঁগারগাও, ঢাকা
SPARSO- যে মন্ত্রণালয়ের অধীন	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র (৪টি)			
বেতবুনিয়া কেন্দ্র	রাঙ্গামাটি, ১৯৭৫ সাল	মহাখালী কেন্দ্র	ঢাকা, ১৯৯৫ সাল
তালিবাবাদ কেন্দ্র	গাজীপুর, ১৯৮২ সাল	সিলেট কেন্দ্র	সিলেট, ১৯৯৭ সাল

আবহাওয়া কেন্দ্র ও অফিসের সংখ্যা:

- বাংলাদেশ রাডার স্টেশন– ৫টি।
- নদী বন্দরের জন্য সংকেত– ৪টি।
- বর্তমানে আবহাওয়া সতর্ক সংকেত– ১১টি।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া স্টেশন– ৩৫টি।
- আবহাওয়া অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কেন্দ্র– ২টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম)।
- ভূ-কম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র– ৪টি (চট্টগ্রাম, ঢাকা, রংপুর ও সিলেট)।
- বাংলাদেশ আবহাওয়া কেন্দ্র– ৪টি (ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার, খেপুপাড়া)।

গ্রিন হাউজ

- গ্রিন হাউজ হল কাচনির্মিত এক ধরনের বিশেষ ঘর যা শীত প্রধান দেশে তীব্র ঠাণ্ডা থেকে গাছপালাকে রক্ষার জন্য কাঁচ বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি।
- গ্রিন হাউজের অভ্যন্তরে– সর্বদা গরম থাকে।
- শীতকালেও গ্রিন হাউজ– উষ্ণ থাকে।
- ছোট বাক্সের মত গ্রিন হাউজের ইংরেজি নাম– কোল্ডফ্রেম।

গ্রিন হাউজ ইফেক্ট

- গ্রিন হাউজের মত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে এমন এক কাঁচের ঘরের মতো করে তুলেছে যার ফলে সূর্যের আলোর সাথে তাপ পৃথিবীতে এসে পৌঁছানোর পর তা আর ফিরে যেতে পারে না। আর তাই এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রিন হাউজ ইফেক্ট।

বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি

এক নজরে জাতীয় বিষয়

ভাষা	বাংলা	মসজিদ	বায়তুল মোকাররম
সঙ্গীত (Anthem)	আমার সোনার বাংলা (প্রথম ১০ চরণ)	বিমানবন্দর	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
পাখি	দোয়েল (Magpie Robin)	গ্রন্থাগার	জাতীয় গ্রন্থাগার, আগারগাঁও, ঢাকা
ফুল	শাপলা (Water Lily)	জাদুঘর (Museum)	জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা
পশু	রয়েল বেঙ্গল টাইগার	পতাকা	সবুজের মাঝে লাল বৃত্ত
বন	সুন্দরবন	কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
বৃক্ষ	আম গাছ (Mango Tree)	পার্ক	শিশু পার্ক
চিড়িয়াখানা	বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা (মিরপুর)	খেলা	কাবাডি
সংবাদ সংস্থা	বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (BSS বা বাসস)	স্মৃতিসৌধ	সম্মিলিত প্রয়াস
ফল	কাঁঠাল (Jack fruit)	জাতীয় দিবস	২৬ মার্চ (স্বাধীনতা দিবস)
মাছ	ইলিশ (Hilsha)	স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম

তথ্য কণিকা

জাতীয় প্রতীক ও রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম

- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার– কামরুল হাসান।
- জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের অধিকারী– রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।
- জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে বর্ণনা আছে– ৪(৩) অনুচ্ছেদে।
- বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক– উভয় পার্শ্বে ধানের শীষবেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, তার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরযুক্ত পাতা, তার উভয় পার্শ্বে দুটি করে তারকা।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রাম– লাল রঙের বৃত্তের মাঝে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র। বৃত্তের ওপর দিকে লেখা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ', নিচে লেখা 'সরকার' এবং বৃত্তের দুপাশে দুটি করে মোট ৪টি তারকা।
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার–এ এন সাহা।

জাতীয় পতাকা

- জাতীয় পতাকার নকশা প্রথম তৈরি করেন– শিব নারায়ণ দাস।
- শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন– ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে ২৩ মার্চ ১৯৭১ (উল্লেখ্য, একই দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র পতাকা উত্তোলন করা হয়)।
- বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়– কলকাতাস্থ পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনে।
- বাংলদেশের জাতীয় পতাকার সাথে মিল রয়েছে– জাপান ও পালাউ এর পতাকার।
- জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়– ২৩ মার্চ, ১৯৭১।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রূপকার–চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
- জাতীয় পতাকা থেকে মানচিত্র বাদ দেয়া সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারি হয়– ৪ জানুয়ারি ১৯৭২।
- বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়– ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়– ২ মার্চ ১৯৭১।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক ছাত্র সভায়।
- প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন– ডাকসু ভিপি আ স ম আব্দুর রব।
- জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস– ২ মার্চ।
- জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে– শহীদ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট) এবং সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্য যে কোনো দিবস।
- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত– ১০ ঃ ৬ বা ৫ ঃ ৩।
- বাসভবন, নৌযান, গাড়ি ও বিমানে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করতে পারেন– রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় সঙ্গীত

- আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 'আমার সোনার বাংলা' কবিতার প্রথম ১০টি চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়।
- 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়– ৩ মার্চ ১৯৭১, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহারে।
- কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের– প্রথম ৪ চরণ বাজানো হয়।
- জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক– সৈয়দ আলী আহসান।
- 'আমার সোনার বাংলা' কবিতাটিতে চরণ আছে– ২৫টি।

রণসঙ্গীত

- বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা ও সুরকার– জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের রণসঙ্গীত প্রথম যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়– বাংলা ১৩৩৫ সালে; 'শিখা' পত্রিকায়।
- যে শিরোনামে রণসঙ্গীত প্রকাশিত হয়– নতুনের গান।
- উৎসব অনুষ্ঠানে রণসঙ্গীতের চরণ বাজানো হয়– ২১ চরণ বা লাইন।

ক্রীড়া সঙ্গীত ও জাতীয় খেলা

- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের রচয়িতা– সেলিমা রহমান (১০ চরণ বিশিষ্ট)।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীতের সুরকার– খন্দকার নূরুল আলম।
- বাংলাদেশের জাতীয় খেলা– কাবাডি।
- কাবাডিকে জাতীয় খেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়– ১৯৭২ সালে।

জাতীয় ফুল, ফল, বৃক্ষ, পাখি, মাছ, প্রাণী

- বাংলাদেশের জাতীয় ফুলের নাম– শাপলা (সাদা রঙের, পানিতে ভাসমান)।
- বাংলাদেশের জাতীয় ফল– কাঁঠাল।
- বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ– আম গাছ।
- আম গাছকে জাতীয় বৃক্ষ ঘোষণা করা হয়– ১৫ নভেম্বর ২০১০।
- বাংলাদেশের জাতীয় পাখি– দোয়েল।
- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ– ইলিশ।
- বাংলাদেশের জাতীয় পশুর নাম– রয়েল বেঙ্গল টাইগার।
- বাংলাদেশে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়– সুন্দরবনে।

জাতীয় বন ও চিড়িয়াখানা

- বাংলাদেশের জাতীয় বন– সুন্দরবন।
- সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা– ৭৯৮তম। [প্রচলিত তথ্যমতে ৫২২তম]
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন– সুন্দরবন।
- ইউনেস্কো সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে– ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল (স্রোতজ) বন– সুন্দরবন।
- বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা (মিরপুর) প্রতিষ্ঠিত হয়–১৯৬৪ সালে।
- ঢাকা চিড়িয়াখানা মিরপুরে স্থানান্তর করা হয়– ১৯৭৪ সালে (পূর্বে ছিল হাইকোর্ট চত্বরে)।
- ঢাকা চিড়িয়াখানার বর্তমান নাম– বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা [নতুন নামকরণ (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)।

জাতীয় মসজিদ

- বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদের নাম–বায়তুল মোকাররম মসজিদ। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়– ২৭ জানুয়ারি ১৯৬০।
- বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রথম খতিব– মাওলানা আবদুর রহমান বেখুদ (১৯৬৩)
- বায়তুল মোকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সটির মোট জমির পরিমাণ– ৮.৩০ একর।

জাতীয় কবি

- কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতা থেকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়– ২৪ মে ১৯৭২ [সূত্র : বঙ্গভবনের শতবর্ষ, পৃ. ৬৫]।
- কখন কবি নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয়– ২৪ মে ১৯৭২ [সূত্র : বঙ্গভবনের শতবর্ষ, পৃ. ৬৫]।
- কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়– ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশের জাতীয় কবি– কাজী নজরুল ইলাম।
- কবি নজরুল ইন্তেকাল করেন– ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বাংলা)।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবি নজরুল ইসলামকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে– ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪।

জাতীয় জাদুঘর

- জাতীয় জাদুঘর অবস্থিত– শাহবাগ, ঢাকা।
- জাতীয় জাদুঘরের পূর্বনাম– ঢাকা জাদুঘর [প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মার্চ ১৯১৩ সালে (আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ৭ আগস্ট ১৯১৩)]।
- ঢাকা জাদুঘরের নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় জাদুঘর' রাখা হয়– ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর।
- জাতীয় জাদুঘরের স্থপতি– মোস্তফা কামাল।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত– সাভারের নবীনগরে।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২; স্থপতি– সৈয়দ মাইনুল হোসেন।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফলকের সংখ্যা– ৭টি (উচ্চতা– ১৫০ ফুট বা ৪৫.৭২ মিটার)।
- সাতটি ফলকের তাৎপর্য– ১৯৫২-১৯৭১ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের ৭টি পর্যায়ের রূপক ইঙ্গিত নির্দেশক।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয়?
(ক) ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ (খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ **উ: ক**

২. কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের কত চরণ বাজানো হয়?
(ক) প্রথম ১০টি (খ) প্রথম ৪টি
(গ) প্রথম ৬টি (ঘ) প্রথম ৫টি **উ: খ**

৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত কোনটি?
(ক) ৮ ঃ ৩ (খ) ১০ ঃ ৬
(গ) ১১ ঃ ৮ (ঘ) ১১ ঃ ৭ **উ: খ**

৪. বাংলাদেশের জাতীয় ফল কোনটি?
(ক) আম (খ) কাঁঠাল
(গ) কলা (ঘ) পেঁপে **উ: খ**

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মনোগ্রামে কতটি তারকা চিহ্ন রয়েছে?
(ক) ৪টি (খ) ৫টি
(গ) ৬টি (ঘ) ২টি **উ: ক**

৬. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
(ক) জয়নুল আবেদিন (খ) কামরুল হাসান
(গ) হামিদুর রহমান (ঘ) হাশেম খান **উ: খ**

৭. বাংলাদেশের জাতীয় পশু কোনটি?
(ক) গরু (খ) ছাগল
(গ) গয়াল (ঘ) রয়েল বেঙ্গল টাইগার **উ: ঘ**

৮. বাংলাদেশের জাতীয় পাখি–
(ক) ময়না (খ) কাক
(গ) শালিক (ঘ) দোয়েল **উ: ঘ**

৯. বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে কোন বিষয়টি প্রধানভাবে আছে?
(ক) বাংলার প্রকৃতির কথা
(খ) বাংলার মানুষের কথা
(গ) বাংলার ইতিহাসের কথা
(ঘ) বাংলার সংস্কৃতির কথা **উ: ক**

বাংলাদেশের নদ-নদী

- বাংলাদেশে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৭ সালে।
- বর্তমানে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত– হারুকান্দি, ফরিদপুর।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদীপ্রণালী–সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালী।
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র– হালদা নদী (চট্টগ্রাম)।
- নদী সিকস্তি হলো– নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণ।
- নদী পয়স্তী হলো– নদীতে চর জাগলে যারা চাষাবাদ করতে যায়।
- চাঁদপুরের পর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত পদ্মা ও মেঘনার মিলিত ধারার নাম– মেঘনা।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম– বরাক নদী।
- মেঘনা নদী পতিত হয়েছে– বঙ্গোপসাগরে (অবস্থান : ভোলার চরফ্যাশন)।
- যমুনা নদীর পুরাতন নাম– জোনাই।
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য– ২৪০ কিমি। [তথ্যসূত্র : পানিবিজ্ঞান ও নদী জরিপ গবেষণা কেন্দ্র]
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা নদীর একমাত্র উপনদীর নাম– মহানন্দা।
- পদ্মা নদীর অপর নাম– কীর্তিনাশা।
- যৌথ নদী কমিশন গঠন হয়– ১৯৭২ সালে।
- ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বনাম – লৌহিত্য।
- গোবরা নদীর অবস্থান– তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়।
- ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে– ৫৪টি নদী। (মোট ৫৭টি)
- মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে– ৩টি নদী।
- বাংলাদেশের প্রধান নদী ব্যবস্থাগুলো হলো– গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-মেঘনা।
- বিভিন্ন স্থানে উৎপত্তি হয়ে কোনো বড় নদীতে এসে পতিত হলে সেসব নদীকে বলে– উপনদী।
- কয়েকটি উপনদী–তিস্তা, ধরলা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি।
- মূল নদীর প্রবাহ নিষ্কাশনে সহায়তা করে অর্থাৎ বড় কোনো নদী থেকে উৎপত্তি হয় যেসব নদী– শাখা নদী।
- কয়েকটি শাখানদী– পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি।
- যেসব নদীর নিজস্ব অববাহিকা আছে এবং অন্য কোনো বড় নদীতে না পড়ে সরাসরি সমুদ্রে পতিত হয়– স্বাধীন নদী।
- বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা–৩১০টি।

উল্লেখযোগ্য নদ-নদীর (বাংলাদেশ সীমায়) দৈর্ঘ্য, উৎপত্তি ও প্রবেশপথ

নদ-নদী	দৈর্ঘ্য (কিমি)	উৎপত্তিস্থল	প্রবেশস্থল
গঙ্গা, পদ্মা	৩৫৫ (গঙ্গা ২৪০, পদ্মা-১১৫)	হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মেঘনা	৩৩০	আসামের নাগা মণিপুরের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়	সিলেট
ব্রহ্মপুত্র, যমুনা	৩৩০ (যমুনা-৯০, ব্রহ্মপুত্র-২৪০)	তিব্বতের কৈলাসশৃঙ্গের মানস সরোবর	কুড়িগ্রাম
করতোয়া	২০০	হিমালয় পর্বতমালা	পঞ্চগড়
তিস্তা	১১৩	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল	নীলফামারী
কর্ণফুলী	১৬০	মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ	রাঙামাটি
সাঙ্গু	১৮০	আরাকান পাহাড়	বান্দরবান
ফেনী	৮০	খাগড়াছড়ি পার্বত্য এলাকা	
গোমতী	১৩০	ভারতের ত্রিপুরা পাহাড়ের ডুমুর	কুমিল্লা
নাফ	৬৪	আরাকান পাহাড়	কক্সবাজার

[নদ-নদীর দৈর্ঘ্য-সূত্র : বাংলাদেশের নদ-নদী]

বাংলাদেশের প্রধান নদীসমূহের মিলিত হবার স্থান

নদীর নাম	মিলন স্থান	মিলিত হওয়ার পর নদীর নাম
গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনা	দৌলতদিয়া, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) ও শিবালয় (মানিকগঞ্জ)	পদ্মা
পদ্মা ও মেঘনা	টঙ্গীবাড়ি (মুন্সিগঞ্জ) ও চাঁদপুর	মেঘনা
কুশিয়ারা ও সুরমা	মারকুলি (আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ)	কালনি [কালনি ভৈরববাজারের নিকট মেঘনা নাম ধারণ করে।]
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা	ভৈরব বাজার	মেঘনা
বাঙালি ও যমুনা	বগুড়া	যমুনা
হালদা ও কর্ণফুলী	রাউজান, চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী
তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র (যমুনা)	চিলমারী, কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র

নানান বৈশিষ্ট্যে নদ-নদী

বৈশিষ্ট্য	নদ-নদী	বৈশিষ্ট্য	নদ-নদী
বৃহত্তম নদী	মেঘনা	ক্ষুদ্রতম নদী	গোবরা
দীর্ঘতম নদী	মেঘনা	নাব্য নদী	মেঘনা
প্রশস্ততম নদী	মেঘনা	দীর্ঘপথ অতিক্রমকারী নদ	ব্রহ্মপুত্র
খরস্রোতা নদী	কর্ণফুলী	গভীরতম নদী	মেঘনা
দীর্ঘতম নদ	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র		

কয়েকটি নদীর উপনদী ও শাখা নদী

নদীর নাম	উপনদী	শাখা-নদী
পদ্মা	মহানন্দা, পুনর্ভবা	মাথাভাঙ্গা, গড়াই, কুমার, বড়াল, মধুমতি, ভৈরব, আড়িয়াল খাঁ
মেঘনা	গোমতী, তিতাস, মনু, বাউলাই, কংস, সোমেশ্বরী	–
যমুনা	করতোয়া, আত্রাই, তিস্তা, ধরলা, সুবর্ণশ্রী	ধলেশ্বরী
ব্রহ্মপুত্র	তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, করতোয়া, আত্রাই	বংশী, নবগঙ্গা, কুমার
মাথাভাঙ্গা	–	চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার
ধলেশ্বরী	–	বুড়িগঙ্গা
কর্ণফুলী	হালদা, বোয়ালখালী, কাসালং, সাহনী	–
মহানন্দা	পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, টাঙ্গন ও কুলিখ	–

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোনটি যমুনার উপনদী?
(ক) তিস্তা (খ) ধলেশ্বরী
(গ) খোয়াই (ঘ) বংশী

২. বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?
(ক) ফরিদপুর (খ) চাঁদপুর
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) নারায়ণগঞ্জ

৩. বাংলাদেশের কোথায় সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে?
(ক) ভৈরব (মেঘনা নামধারণ) (খ) চাঁদপুর
(গ) দেওয়ানগঞ্জ (ঘ) আজমিরীগঞ্জ

৪. পুনর্ভবা, নাগর ও টাঙ্গন কোন নদীর উপনদী?
(ক) মহানন্দা (খ) ভৈরব
(গ) কুমার (ঘ) বড়াল

৫. বাঙ্গালি ও যমুনা নদীর সংযোগ কোথায়?
(ক) রাজশাহী (খ) পাবনা
(গ) বগুড়া (ঘ) সিরাজগঞ্জ

৬. বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে কোনটি?
(ক) ব্রহ্মপুত্র (খ) পদ্মা
(গ) মেঘনা (ঘ) যমুনা

৭. পদ্মা ও যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?
(ক) চাঁদপুর (খ) সিরাজগঞ্জ
(গ) গোয়ালন্দ (ঘ) ভোলা

৮. ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী কোনটি?
(ক) শীতলক্ষ্যা (খ) বুড়িগঙ্গা
(গ) ধরলা (ঘ) বংশী

৯. বাংলাদেশে ঢোকার পর গঙ্গা নদী, ব্রহ্মপুত্র-যমুনার সাথে নিম্নোক্ত একটা জায়গায় মিশে–
(ক) গোয়ালন্দ (খ) বাহাদুরাবাদ
(গ) ভৈরববাজার (ঘ) নারায়ণগঞ্জ

১০. বাংলাদেশে সারা বছর নাব্য নদীপথের দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৮,০০০ কিমি. (খ) ৫,২০০ কিমি.
(গ) ১১,০০০ কিমি. (ঘ) ৮,৫০০ কিমি.

১১. যমুনা নদী কোথায় পতিত হয়েছে?
(ক) পদ্মায় (খ) বঙ্গোপসাগরে
(গ) ব্রহ্মপুত্রে (ঘ) মেঘনায়

১২. ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
(ক) বরাইল (খ) কৈলাস
(গ) কাঞ্চনজঙ্ঘা (ঘ) গডউইন অস্টিন

১৩. গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব–
(ক) নেপালে জলাধার নির্মাণ
(খ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে সংযোগ খাল খনন
(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ
(ঘ) গঙ্গার শাখা নদীসমূহের পানি প্রবাহ বৃদ্ধি

১৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী কোনটি?
(ক) মেঘনা (খ) পদ্মা
(গ) ব্রহ্মপুত্র (ঘ) যমুনা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ক	১০	খ
১১	ক	১২	খ	১৩	ক	১৪	ক												

আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদীসমূহ

- প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী রয়েছে– ৫৭টি। [সূত্র: যৌথ নদী কমিশন]; ৫৮টি [সূত্র: বাংলাপিডিয়া]
- মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদী– ৩টি (সাঙ্গু, মাতামুহুরী ও নাফ)।
- নেপাল, ভারত, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীর নাম– গঙ্গা।
- ফেনী নদীর উৎপত্তিস্থল– খাগড়াছড়ির পার্বত্য এলাকা।
- গঙ্গা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে পরিচিতি লাভ করেছে– পদ্মা নামে।
- আরাকান পাহাড় হতে উৎপন্ন নদী– সাঙ্গু।
- সিকিমের পর্বত থেকে উৎপন্ন বাংলাদেশের নদী– করতোয়া।

মিয়ানমার থেকে আগত অভিন্ন নদী : ৩টি

নদী	সীমান্তবর্তী জেলা
১. সাঙ্গু	বান্দরবান
২. মাতামুহুরী	বান্দরবান
৩. নাফ	কক্সবাজার

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে সীমান্ত নদীটির নাম কি?**
(ক) নাফ (খ) কর্ণফুলী
(গ) নবগঙ্গা (ঘ) ভাগিরথী

২. **কর্ণফুলী নদীর উৎস ভারতের কোন রাজ্যে?**
(ক) ত্রিপুরা (খ) মিজোরাম
(গ) মণিপুর (ঘ) মেঘালয়

৩. **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সম্মিলিত নদী অববাহিকার কত শতাংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত?**
(ক) ৪ (খ) ১৪ (গ) ৭ (ঘ) ৩৩

৪. **ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য–**
(ক) দু'দেশের নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি
(খ) দু'দেশের নদীগুলোর পলিমাটি অপসারণ
(গ) বন্যা নিয়ন্ত্রণে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা
(ঘ) দু'দেশের নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	ক		

নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর ও স্থাপনা

নদীর তীরবর্তী শহর ও বন্দর

নদী	শহর/ বন্দর/ পৌরসভা
মহানন্দা	বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ
করতোয়া	পঞ্চগড় সদর
টাংগন, শুক	ঠাকুরগাঁও
সেনুয়া	ঠাকুরগাঁও ও পৌরসভা
ছোট যমুনা	ফুলবাড়ী, বিরামপুর, জয়পুরহাট পৌরসভা
করতোয়া	বগুড়া পৌরসভা, মহাস্থানগড়
ঘাঘট	রংপুর পৌরসভা, গাইবান্ধা পৌরসভা
ব্রহ্মপুত্র	রৌমারি, চিলমারী বন্দর
ধরলা	বুড়িমারী স্থলবন্দর, পাটগ্রাম পৌরসভা, কুড়িগ্রাম পৌরসভা
গঙ্গা	রাজশাহী
ইছামতি	পাবনা পৌরসভা
যমুনা	ভুয়াপুর পৌরসভা, সিরাজগঞ্জ
ঝিনাই	জামালপুর
বালু	টঙ্গী, ডেমরা, বাড্ডা থানা, সবুজবাগ থানা
শীতলক্ষ্যা	নারায়ণগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ, ঘোড়াশাল সার কারখানা
ধলেশ্বরী	মুন্সিগঞ্জ
পদ্মা	দৌলতদিয়া, মাওয়া, লৌহজং, আরিচা ঘাট, পাটুরিয়া ঘাট
তুরাগ	কাশিমপুর, টঙ্গী পৌরসভা
বুড়িগঙ্গা	সদরঘাট, ঢাকা, শ্যামপুর, ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ)
হাড়িদোয়া	নরসিংদী
মগড়া	নেত্রকোনা
পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ	জামালপুর, ময়মনসিংহ, ভৈরব
বাউলাই	রাজবাড়ী
কালনী	আজমিরিগঞ্জ, অষ্টগ্রাম
সুরমা	সিলেট, ছাতক, সুনামগঞ্জ
কুশিয়ারা	জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ
সারী গোয়াইন	গোয়াইন ঘাট (সিলেট)
গোমতি	কুমিল্লা সদর, দাউদকান্দি
তিতাস	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর
মেঘনা	আশুগঞ্জ, ভৈরব, নরসিংদী পৌরসভা, মতলব, চাঁদপুর, হাইমচর, মনপুরা
ডাকাতিয়া	লাকসাম, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
কর্ণফুলী	রাঙামাটি, কাপ্তাই, চট্টগ্রাম সদর, চট্টগ্রাম বন্দর
সাঙ্গু	থানচি, রুমা, বান্দরবান উপজেলা সদর
চিংড়ী (চেঙ্গী)	খাগড়াছড়ি পৌরসভা, পানছড়ি, মহালছড়ি
নাফ	টেকনাফ সদর ও স্থলবন্দর, হ্নীলা বাজার
বাঁকখালী	রামু, কক্সবাজার সদর
মাথাভাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা, দর্শনা
নবগঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা পৌরসভা
ভৈরব	যশোর, ফুলতলা, খুলনা, মেহেরপুর, দর্শনা
রূপসা	খুলনা সদর
চিত্রা	নড়াইল জেলা সদর
কুমার	ঝিনাইদহ সদর, ফরিদপুর, ভাঙ্গা, টেকেরহাট, মাদারীপুর জেলা সদর
আড়িয়াল খাঁ	মাদারীপুর পৌরসভা
বাঘিয়া	টুঙ্গীপাড়া পৌরসভা (গোপালগঞ্জ)
খায়রাবাদ	বাকেরগঞ্জ পৌরসভা (বরিশাল)
বলেশ্বর	পিরোজপুর পৌরসভা
বিষখালী	বরগুনা, বেতাগী পৌরসভা
সুগন্ধা	ঝালকাঠী সদর
লোহালীয়া	পটুয়াখালী সদর, বগা বন্দর

নদী সংশ্লিষ্ট সেতু, বাধ, প্রকল্প ও স্থাপনা

স্থাপনা	অবস্থান
১. পদ্মা সেতু	পদ্মা নদীর ওপর (মাওয়া-জাজিরা)
২. বঙ্গবন্ধু সেতু	যমুনা নদীর ওপর (সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল)
৩. হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (রেল)	পদ্মা নদীর ওপর (পাকশী, পাবনা ও ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া)
৪. বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু-১	বুড়িগঙ্গা নদীর ওপর (ঢাকা)
৫. বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী সেতু-১ (মেঘনা সেতু)	মেঘনার ওপর (সোনারগাঁও-গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ)

স্থাপনা	অবস্থান
৬. কর্ণফুলী সেতু	কর্ণফুলী নদীর ওপর (চট্টগ্রাম)
৭. লালন শাহ সেতু	পদ্মা নদীর ওপর (পাবনা ও কুষ্টিয়া)
৮. খানজাহান আলী সেতু	রূপসা নদীর ওপর (খুলনা)
৯. ভৈরব সেতু (রেল)	মেঘনা নদীর ওপর (ভৈরব বাজার)
১০. বাকল্যান্ড বাঁধ	বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে (ঢাকা)
১১. তিস্তা বাঁধ প্রকল্প	তিস্তা নদী (রংপুর)
১২. চট্টগ্রাম বন্দর	কর্ণফুলী নদীর তীরে (চট্টগ্রাম)
১৩. মংলা বন্দর	পশুর নদীর তীরে (খুলনা)
১৪. কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প	কর্ণফুলী নদী (রাঙামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম)
১৫. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র	তিতাস নদীর তীরে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
১৬. পাকশী কাগজ কল	গঙ্গা নদীর তীরে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
১৭. আহসান মঞ্জিল	বুড়িগঙ্গার তীরে (ঢাকা)

** পানিবিজ্ঞান ও নদী জরিপ গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য মতে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে পাবনা পর্যন্ত ২৪০ কিমি নদীটি মূলত গঙ্গা নদী। বাংলাদেশে এ অংশ পদ্মা নামে পরিচিত হলেও তা ঠিক নয়।*

গুরুত্বপূর্ণ ফেরীঘাটসমূহ

ফেরীঘাট	অবস্থান
পাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
জগন্নাথগঞ্জ	জামালপুর
মাওয়া	মুন্সিগঞ্জ
কাওরাকান্দি	মাদারীপুর
বাহাদুরাবাদ	জামালপুর
আরিচা	মানিকগঞ্জ
দৌলতদিয়া	রাজবাড়ী
নগরবাড়ি	পাবনা

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. টেকনাফ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) পদ্মা (খ) যমুনা
(গ) নাফ (ঘ) কর্ণফুলী

২. সিলেট কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) আড়িয়াল খাঁ (খ) সুরমা
(গ) চন্দনা (ঘ) রূপসা

৩. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) করতোয়া (খ) গঙ্গা
(গ) ব্রহ্মপুত্র (ঘ) মহানন্দা

৪. ভৈরব নদী বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) কুশিয়ারা (ঘ) যমুনা

৫. নড়াইল জেলা শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) কপোতাক্ষ (খ) কালিগঙ্গা
(গ) মধুমতি (ঘ) চিত্রা

৬. বাকল্যান্ড বাঁধ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) বুড়িগঙ্গা (খ) হোয়াংহো
(গ) শীতলক্ষ্যা (ঘ) সিন্ধু

৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কোন নদী অবস্থিত?
(ক) গোমতী (খ) তিতাস
(গ) যমুনা (ঘ) পদ্মা

৮. ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) নারদ (খ) করতোয়া
(গ) বুড়িগঙ্গা (ঘ) শীতলক্ষ্যা

৯. মংলা বন্দর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) ভৈরব (ঘ) পশুর

১০. চট্টগ্রাম কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) কীর্তনখোলা (খ) মেঘনা
(গ) আড়িয়াল খাঁ (ঘ) কোনোটিই নয়

১১. বরিশাল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) কীর্তনখোলা (খ) মেঘনা
(গ) আড়িয়াল খাঁ (ঘ) কোনোটিই নয়

১২. যশোর কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) পশুর (খ) গড়াই
(গ) কপোতাক্ষ (ঘ) যমুনা

১৩. ধানসিঁড়ি নদী কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) খুলনা (খ) ঢাকা
(গ) ঝালকাঠি (ঘ) সিলেট

১৪ মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) গঙ্গা (খ) করতোয়া
(গ) মহানন্দা (ঘ) ডাকাতিয়া

১৫. দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে–
(ক) করতোয়া (খ) তুলসীগঙ্গা
(গ) নবগঙ্গা (ঘ) ছোট যমুনা

১৬. ঢাকা মহানগর কয়টি নদী দ্বারা বেষ্টিত?
(ক) ৮ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৯

১৭. ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলোর নাম কি কি?
(ক) বালু, বুড়িগঙ্গা, কালিগঙ্গা
(খ) ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ
(গ) বালু, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ
(ঘ) বংশী, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	ক	৪	খ	৫	ঘ
৬	ক	৭	খ	৮	গ	৯	ঘ	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	গ						

হাওর, বিল ও হ্রদ বা লেক

- বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল– চলন বিল।
- 'চলন বিল' বিস্তৃত– পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর জেলায়।
- বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস– চলন বিল।
- চলন বিলের বর্তমান আয়তন– ৩৬৮ বর্গ কিমি। শুষ্ক মৌসুমে এর আয়তন দাঁড়ায় ২৫.৯ বর্গ কিমি।
- বিল ডাকাতিয়া অবস্থিত– খুলনা জেলার ডুমুরিয়ায়।
- বাংলাদেশের একমাত্র সীমান্তবর্তী বিল– তামাবিল।
- 'তামাবিল' অবস্থিত– সিলেট জেলায়।
- টাঙ্গুয়ার হাওর অবস্থিত– সিলেট জেলায়।
- সাধারণত যে যে অঞ্চলে হাওর দেখা যায়– বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে।
- ফয়'স লেক অবস্থিত– চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে।
- ফয়'স লেক হলো– কৃত্রিম হ্রদ।
- কাপ্তাই হ্রদ অবস্থিত– রাঙ্গামাটিতে।
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত– কাপ্তাই হ্রদে।
- প্রান্তিক লেক অবস্থিত– হলুদিয়া, বান্দরবান।
- বগা লেক অবস্থিত– বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলা থেকে ২০ কিমি দূরে।
- পশ্চিমা বাহিনীর নদী– ডাকাতিয়া বিল।
- ভবদহ বিল অবস্থিত– যশোর জেলায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড়– হাকালুকি।
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম হাওর– বুরবুক, সিলেট জেলার জৈন্তাপুরে অবস্থিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোনটি পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা?
(ক) রামপাল (খ) সোনারগাঁ
(গ) টাঙ্গুয়ার হাওড় (ঘ) আঁড়িয়াল বিল

২. কোনটি পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা নয়?
(ক) সেন্ট মার্টিন দ্বীপ (খ) টাঙ্গুয়ার হাওড়
(গ) সোনাদিয়া দ্বীপ (ঘ) চলন বিল

৩. কোনটি 'রামসার সাইট'?
(ক) হাকালুকি হাওড় (খ) সেন্টমার্টিন
(গ) টাঙ্গুয়ার হাওড় (ঘ) লাউয়াছড়া

৪. নিচের কোনটি ECA (Environment Critical Area) এলাকা?
(ক) চলন বিল (খ) রামসাগর
(গ) টাঙ্গুয়ার হাওড় (ঘ) লাউয়াছড়া

৫. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে?
(ক) কর্ণফুলী (খ) পদ্মা
(গ) তিস্তা (ঘ) সাঙ্গু

৬. ভবদহ বিল কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) যশোর (খ) বাগেরহাট
(গ) নড়াইল (ঘ) সাতক্ষীরা

৭. ফারাক্কা বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) যমুনা (ঘ) ব্রহ্মপুত্র

৮. 'গাবখান চ্যানেল' কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) কুড়িগ্রাম (খ) গাইবান্ধা
(গ) পটুয়াখালী (ঘ) ঝালকাঠি

৯. যশোর জেলায় অবস্থিত বিল?
(ক) হাইল (খ) ভবদহ
(গ) পাথর চাওলি (ঘ) আড়িয়াল

১০. হাকালুকি হাওড় কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) সিলেট (খ) মৌলভীবাজার
(গ) হবিগঞ্জ (ঘ) সুনামগঞ্জ

১১. 'আড়িয়াল বিল' কোথায় অবস্থিত?
(ক) মানিকগঞ্জে (খ) মুন্সীগঞ্জে
(গ) রূপগঞ্জে (ঘ) হবিগঞ্জে

১২. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত 'মাধবকুণ্ড' কোথায় অবস্থিত?
(ক) সিলেট (খ) হবিগঞ্জ
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) মৌলভীবাজার

১৩. আড়িয়াল বিল কোথায় অবস্থিত?
(ক) কুড়িগ্রাম (খ) নড়াইল
(গ) নাটোর (ঘ) মুন্সিগঞ্জ উত্তর : ঘ

১৪. তামাবিল কোথায় অবস্থিত?
(ক) নাটোর (খ) কিশোরগঞ্জ
(গ) সিলেট (ঘ) চট্টগ্রাম উত্তর : গ

১৫. ঐতিহ্যবাহী হাকালুকি হাওর বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
(ক) নাটোর ও রাজশাহী (খ) রংপুর ও দিনাজপুর
(গ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ (ঘ) সিলেট ও মৌলভীবাজার উ: ঘ

উত্তরমালা

০১	গ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ক	০৬	ক	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ক+খ
১১	খ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ঘ										

বঙ্গোপসাগর ও সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগর

- বাংলাদেশের উপকূলবর্তী উপসাগরের নাম– বঙ্গোপসাগর।
- বঙ্গোপসাগর যে মহাসাগরের অংশবিশেষ– ভারত মহাসাগর।
- বঙ্গোপসাগরের ঠিক দক্ষিণে– ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ।
- বঙ্গোপসাগরের সর্বোচ্চ গভীরতা– ৫২৫৮ মিটার (অর্থাৎ ৫.২৫৮ কিমি)।
- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড অন্য যে নামে পরিচিত– গঙ্গাখাত।
- বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় দেয়া হয়– ১৪ মার্চ ২০১২।
- **সমুদ্র সৈকত**
- বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত অবস্থিত– বাংলাদেশে।
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার দৈর্ঘ্য– ৭১১ কিমি [সূত্র: বাংলাদেশ রাইফেলস ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড]।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত অবস্থিত–কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
- কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত– কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
- বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য– ১২০ কিমি। কক্সবাজার শহর থেকে বদর মোকাম পর্যন্ত। [সূত্র : বাংলাপিডিয়া]; (প্রচলিত তথ্যমতে, ১৫৫ কিমি)।
- বাংলাদেশের পর্যটন রাজধানী– কক্সবাজার।
- ইনানী সমুদ্র সৈকত অবস্থিত– কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের একমাত্র যে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়– কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত।
- পারকী সমুদ্র সৈকত অবস্থিত–চট্টগ্রামে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' এর মানে–
(ক) একটি খেলার মাঠ
(খ) একটি প্লাবন ভূমির নাম
(গ) বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম
(ঘ) ঢাকা সেনানিবাসের পোলো গ্রাউন্ডের নাম — উ: গ

২. কক্সবাজার ছাড়া বাংলাদেশের আর একটি আকর্ষণীয় ও পর্যটন অনুকূল সমুদ্র সৈকত–
(ক) নোয়াখালীর ছাগলনাইয়া
(খ) চট্টগ্রামের বাঁশখালি
(গ) খুলনার মংলা
(ঘ) পটুয়াখালীর কুয়াকাটা — উ: ঘ

৩. 'পারকী' সমুদ্র সৈকত কোথায় অবস্থিত?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) কক্সবাজার
(গ) বরগুনা (ঘ) পটুয়াখালী — **উ: ক**

৪. উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?
(ক) ২২৫ নটিক্যাল মাইল (খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল
(গ) ২৫০ নটিক্যাল মাইল (ঘ) ১০ নটিক্যাল মাইল — **উ: খ**

৫. বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কোথায়?
(ক) কক্সবাজার (খ) কুয়াকাটা
(গ) দীঘা (ঘ) পাটায়া — **উ: ক**

৬. পৃথিবীর দীর্ঘতম 'কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত'-এর দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?
(ক) ১২৫ (খ) ১৪০
(গ) ১২০ (ঘ) ১৬১ — **উ: গ**

৭. সাগরকন্যা বলা হয় কাকে?
(ক) কক্সবাজার (খ) পটুয়াখালী
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) বরিশাল — **উ: খ**

৮. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বিপুল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন 'হলিডে হাউস' নামক অত্যাধুনিক হোটেল নির্মাণ করে কোথায়?
(ক) দক্ষিণ তালপট্টি (খ) হিরণ পয়েন্ট
(গ) মনপুরা দ্বীপ (ঘ) কুয়াকাটা — **উ: ঘ**

৯. কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য–
(ক) ১৫৫ কিমি (খ) ১৮ কিমি
(গ) ২৫ কিমি (ঘ) ৩০ কিমি — **উ: খ**

১০. বাংলাদেশের সঙ্গে নিম্নলিখিত কোন দেশের Maritime boundary বিদ্যমান রয়েছে?
(ক) মিয়ানমার (খ) থাইল্যান্ড
(গ) নেপাল (ঘ) দক্ষিণ কোরিয়া — **উ: ক**

১১. বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতের নাম কি?
(ক) বালি সৈকত (খ) ইনানি বিচ
(গ) কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত
(ঘ) কাস্পিয়ান সমুদসৈকত — **উ: গ**

১২. কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) বরিশাল (খ) পটুয়াখালী
(গ) সাতক্ষীরা (ঘ) খুলনা — **উ: খ**

১৩. বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কোন দেশে অবস্থিত?
(ক) জাপান (খ) শ্রীলংকা
(গ) ভারত (ঘ) বাংলাদেশ — **উ: ঘ**

১৪. বাংলাদেশের কোন স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায়?
(ক) হিমছড়ি সমুদ্র সৈকত (খ) পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত
(গ) ইনানী সমুদ্র সৈকত (ঘ) কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত — **উ: ঘ**

১৫. 'সাগরকন্যা' কোন এলাকার ভৌগোলিক নাম?
(ক) পটুয়াখালী (খ) খুলনা
(গ) টেকনাফ (ঘ) কক্সবাজার — **উ : ক**

বাংলাদেশের দ্বীপ ও চরসমূহ

- কৃত্রিম উপায়ে বঙ্গোপসাগরে চর জাগানো সম্ভব– ক্রস ড্যাম পদ্ধতিতে।
- বাংলাদেশের যে নদীতে চরের সংখ্যা বেশি– যমুনা নদীতে।
- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ – বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ– সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল– যশোর ও কুষ্টিয়া।
- বাংলাদেশের যে দ্বীপে মন্দির রয়েছে– মহেশখালী দ্বীপে (আদিনাথ মন্দির)।
- নিঝুম দ্বীপের অবস্থান– নোয়াখালী।
- নির্মল চরের অবস্থান– রাজশাহী জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

ভোলা দ্বীপ

- বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ– ভোলা।
- শাহবাজপুর দ্বীপের বর্তমান নাম– ভোলা।
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা– ভোলা (আয়তন ৩৪০৩.৪৮ বর্গ কিমি)।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ

- বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ– সেন্টমার্টিন।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপ অবস্থিত–কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগর।
- বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে যে দ্বীপ অবস্থিত– ছেঁড়াদ্বীপ (পরীক্ষার ছেঁড়াদ্বীপ না থাকলে সেন্টমার্টিন দ্বীপ হবে।)
- সেন্টমার্টিন দ্বীপ যে নদীর মুখে অবস্থিত– নাফ নদী।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপটি সমুদ্র সমতল থেকে উপরে– ৩.৬ মিটার।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের আয়তন– প্রায় ১০ বর্গ কিমি।

সোনাদিয়া দ্বীপ

- 'সোনাদিয়া দ্বীপ' অবস্থিত– কক্সবাজারের পশ্চিমে।
- মৎস্য আহরণ ও অতিথি পাখির জন্য বিখ্যাত সোনাদিয়া দ্বীপের আয়তন– ৯ বর্গ কিমি।

কুতুবদিয়া দ্বীপ

- কুতুবদিয়া বাতিঘর নির্মাণ করা হয়– ১৮৪৬ সালে।
- যে দ্বীপে বাতিঘর আছে– কুতুবদিয়া।
- সবচেয়ে প্রাচীন বাতিঘর– কুতুবদিয়া।
- কুতুবদিয়া অবস্থিত– কক্সবাজার জেলায়।
- কুতুবদিয়া ঘূর্ণায়মান বাতি স্থাপিত হয়– ১৮৯২ সালে।
- কুতুবদিয়া বাতিঘরের উচ্চতা– প্রায় ৪০ মিটার।

উল্লেখযোগ্য দ্বীপের তথ্যসমূহ

দ্বীপের নাম	অন্য নাম	আয়তন (বর্গ কিমি)	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য
ভোলা	শাহবাজপুর দ্বীপ	৩৪০৩.৪৮	ভোলা	বাংলাদেশের বৃহত্তম ও একমাত্র দ্বীপ জেলা
সেন্টমার্টিন	নারিকেল জিঞ্জিরা	৮	টেকনাফ, কক্সবাজার	একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ
মহেশখালী	–	৩৬২.১৮	মহেশখালী, কক্সবাজার	একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ
ছেঁড়া দ্বীপ	দিয়া বা ছেঁড়াদিয়া	৩	টেকনাফ, কক্সবাজার	সর্বদক্ষিণের দ্বীপ
দক্ষিণ তালপট্টি	পূর্বাশা বা নিউমুর	১০	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ
নিঝুম দ্বীপ	চর ওসমান বা ইছামতি	৯১	হাতিয়া, নোয়াখালী	–
সোনাদিয়া	দিয়া বা প্যারা দ্বীপ	৯	মহেশখালী, কক্সবাজার	এ দ্বীপে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হবে
মনপুরা দ্বীপ	–	৩৭৩.১৯	মনপুরা, ভোলা	এ দ্বীপে পর্তুগিজরা বসবাস করত
কুতুবদিয়া দ্বীপ	–	২১৫.০৮	কুতুবদিয়া, কক্সবাজার	কুতুবদিয়া বাতিঘর অবস্থিত
শাহপরীর দ্বীপ	–	–	টেকনাফ, কক্সবাজার	–

চর

- সাধারণত নদীর গতিপ্রবাহে অথবা মোহনায় পলি সঞ্চয়নের ফলে গড়ে ওঠা ভূ-ভাগকে– চর বলা হয়।
- 'দুবলার চর' বিখ্যাত– মৎস্য আহরণ, শুঁটকি উৎপাদন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য।
- দুবলার চরের অপর নাম– জাফর পয়েন্ট।
- চর কুকড়ি মুকড়ি বিখ্যাত–মৎস্য আহরণ, অতিথি পাখি ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর জন্য।
- নির্মল চর অবস্থিত– রাজশাহী জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে।

উল্লেখযোগ্য চরসমূহ

চর	অবস্থান
চরফ্যাশন, চর জংলী, চর নিজাম, চর জব্বার, চর মানিক, চর ফয়েজউদ্দিন, চর জহির উদ্দীন, চর মনপুরা, চরকলমি	ভোলা
চর নিউটন, চর কুকড়ি মুকড়ি, সোনার চর, চর মাদ্রাজ	চরফ্যাশন, ভোলা
চর শ্রীজনী, চর শাহবানী, চর লরেন্স, চর কাদিরা, চেঙ্গার চর	হাতিয়া, নোয়াখালী
পাখির চর, পাটনি চর, দুবলার চর	সুন্দরবন
চর আলেকজান্ডার, চর গজারিয়া	রামগতি, লক্ষ্মীপুর
দুর্গম চর	কিশোরগঞ্জ
নির্মল চর	রাজশাহী জেলায়
মুহুরীর চর	পরশুরাম, ফেনী
উড়ির চর	সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'শুভলং' ঝরনা কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) রাঙামাটি (খ) বান্দরবান
(গ) মৌলভীবাজার (ঘ) সিলেট

২. পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম কি?
(ক) নিঝুম দ্বীপ (খ) সন্দ্বীপ
(গ) দক্ষিণ তালপট্টি (ঘ) কুতুবদিয়া

৩. বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপ কোন জেলায়?
(ক) ভোলা (খ) নোয়াখালী
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) কক্সবাজার

৪. দক্ষিণ তালপট্টি কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
(ক) নাফ (খ) তেঁতুলিয়া
(গ) আড়িয়াল খাঁ (ঘ) হাড়িয়াভাঙ্গা

৫. নিঝুম দ্বীপের আয়তন কত?
(ক) ৮০ বর্গ কি.মি. (খ) ৮২ বর্গ কি.মি.
(গ) ৮৫ বর্গ কি.মি. (ঘ) ৯১ বর্গ কি.মি.

৬. সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?
(ক) ৮ (খ) ১০
(গ) ১২ (ঘ) ১৪

৭. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?
(ক) সেন্টমার্টিন (খ) মহেশখালী
(গ) ছেঁড়াদ্বীপ (ঘ) নিঝুম দ্বীপ

৮. সেন্টমার্টিন দ্বীপ-এর অপর নাম কি?
(ক) নারিকেল জিঞ্জিরা (খ) সোনাদিয়া
(গ) কুতুবদিয়া (ঘ) নিঝুম দ্বীপ

৯. ভাসানচর কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) বরিশাল (খ) পটুয়াখালী
(গ) নোয়াখালী (ঘ) বাগেরহাট

১০. বাংলাদেশের কোন দ্বীপে বাতিঘর আছে?
(ক) নিঝুম (খ) হাতিয়া
(গ) কুতুবদিয়া (ঘ) টেকনাফ

১১. সোনাদিয়া দ্বীপ কোন উপজেলায় অবস্থিত?
(ক) মহেশখালী (খ) হাতিয়া
(গ) কুতুবদিয়া (ঘ) টেকনাফ

১২. নিচের কোনটি প্রবাল দ্বীপ?
(ক) কুতুবদিয়া (খ) মহেশখালি
(গ) মনপুরা (ঘ) সেন্ট মার্টিন

১৩. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দ্বীপের নাম কি?
(ক) সোনাদিয়া (খ) ভোলা
(গ) সেন্টমার্টিন (ঘ) হাতিয়া

১৪. নিঝুম দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?
(ক) ভোলা (খ) লক্ষ্মীপুর
(গ) বরগুনা (ঘ) নোয়াখালী

১৫. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম–
(ক) শাহপরীর দ্বীপ (খ) জালিয়ার দ্বীপ
(গ) পূর্বাশা দ্বীপ (ঘ) সন্দ্বীপ

১৬. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ কোনটি?
(ক) পূর্বাশা (খ) নিউমুর
(গ) সেন্টমার্টিন (ঘ) হাতিয়া

১৭. চরফ্যাশন কোন জেলায়?
(ক) ভোলা (খ) বরিশাল
(গ) বাগেরহাট (ঘ) লক্ষ্মীপুর

১৮. সেন্ট মার্টিন কি?
(ক) বাংলাদেশের একটি দ্বীপ
(খ) বাংলাদেশের একটি উপজেলা
(গ) ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য
(ঘ) ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র

১৯. মনপুরা দ্বীপ কোথায় অবস্থিত?
(ক) নোয়াখালী (খ) ভোলা
(গ) বরিশাল (ঘ) বরগুনা

২০. বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ কোনটি?
(ক) ভোলা (খ) হাতিয়া
(গ) সেন্টমার্টিন (ঘ) নিঝুম দ্বীপ

২১. নিঝুম দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
(ক) পদ্মা (খ) রূপসা
(গ) মেঘনা (ঘ) পশুর

২২. বাংলাদেশের একমাত্র 'পাহাড়' বিশিষ্ট দ্বীপ–
(ক) পাহাড়পুর (খ) কুতুবদিয়া
(গ) নিঝুমদ্বীপ (ঘ) মহেশখালী

২৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?
(ক) সন্দ্বীপ (খ) ভোলা
(গ) সেন্ট মার্টিন (ঘ) মহেশখালী

২৪. বাংলাদেশের কোন স্থানকে নরিকেল জিঞ্জিরা বলে?
(ক) সেন্টমার্টিন (খ) কুয়াকাটা
(গ) স্বন্দ্বীপ (ঘ) হাতিয়া

২৫. নিঝুম দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
(ক) মেঘনা নদী (খ) যমুনা নদী
(গ) পদ্মা নদী (ঘ) হালদা নদী

২৬. উড়ির চর কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) ভোলা (খ) সিলেট
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) মৌলভীবাজার

২৭. দুবলার চর কোথায় অবস্থিত?
(ক) সেন্টমার্টিন দ্বীপে (খ) সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে
(গ) ভোলায় (ঘ) কক্সবাজারে

২৮. ছেঁড়াদিয়া বা সিরাদিয়া কোথায় অবস্থিত?
(ক) হাতিয়ায়
(খ) নিঝুম দ্বীপে
(গ) সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের দক্ষিণে
(ঘ) সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের উত্তরে

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ঘ	৪	ঘ
৫	ঘ	৬	ক	৭	খ	৮	ক
৯	গ	১০	গ	১১	ক	১২	ঘ
১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	গ
১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক
২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ

পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, জলপ্রপাত ও ঝরনা

বাংলাদেশের পাহাড়

- বাংলাদেশের পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে যে প্রক্রিয়ায়– প্লেট টেকটোনিক থিওরি বা পাত সংস্থান মতবাদ অনুযায়ী।
- গারো পাহাড় যে জেলায় অবস্থিত– ময়মনসিংহ জেলায়।
- বাংলাদেশের যে পাহাড়ে 'ইউরেনিয়াম' পাওয়া গেছে– মৌলভীবাজারের কুলাউড়া পাহাড়ে।
- চিম্বুক পাহাড় অবস্থিত– বান্দরবান জেলায় (উচ্চতা ২৫০০ ফুট)।
- 'বাংলার দার্জিলিং' খ্যাত পাহাড়–চিম্বুক পাহাড় (কালা পাহাড়, পাহাড়ের রাণী)।
- হিন্দুদের তীর্থ স্থানের জন্য বিখ্যাত 'চন্দ্রনাথের পাহাড়' অবস্থিত– চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে।
- লালমাই পাহাড় অবস্থিত– কুমিল্লার ময়নামতিতে।

বাংলাদেশের পর্বত

- 'তাজিংডং' যে জেলায় অবস্থিত– রুমা, বান্দরবান।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিংডং এর উচ্চতা– ১২৩১ মিটার বা ৪০৩৯ ফুট (সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল)। ১৩৭২ মিটার (সূত্র : বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন)। ১০০৩ মিটার (বান্দরবান জেলার ওয়েবসাইট)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ– কেওক্রাডং (রুমা, বান্দরবান) কেওক্রাডং এর উচ্চতা ১২৩০ মিটার বা ৪০৩৫.৪৩ ফুট (সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল)।

বাংলাদেশের উপত্যকা

- কাপ্তাই লেকে প্লাবিত রাঙ্গামাটির উপত্যকাকে বলা হয়- ভেঙ্গীভ্যালি।
- হালদা ভ্যালি অবস্থিত- খাগড়াছড়ি।
- সাঙ্গু ভ্যালি অবস্থিত- চট্টগ্রাম।
- 'বলিশিরা ভ্যালি' অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলায়।

বাংলাদেশের জলপ্রপাত ও ঝরনা

- বাংলাদেশের বিখ্যাত জলপ্রপাত- মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরনা অবস্থিত- কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ে।
- বাংলাদেশের একমাত্র গরম পানির ঝরনা অবস্থিত- চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।
- ঋজুক জলপ্রপাত অবস্থিত- বান্দরবানের রুমায়

একনজরে বাংলাদেশের পাহাড়

বৈশিষ্ট্য	নাম	অবস্থান
দেশের বৃহত্তম ও উঁচু পাহাড়	গারো পাহাড়	বৃহত্তর ময়মনসিংহ
ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়	কুলাউড়া পাহাড়	মৌলভীবাজার
ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বিদ্যমান	লালমাই পাহাড়, ময়নামতি পাহাড়	কুমিল্লা
হিন্দুদের তীর্থস্থান	চন্দ্রনাথের পাহাড়	চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে
পাহাড়ের রাণী, বাংলাদেশের দার্জিলিং	চিম্বুক পাহাড়/কালাপাহাড়	বান্দরবান
বম আদিবাসীর বাস	শিপ্পি বা রামজু পাহাড়	বান্দরবান

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. হালদা ভ্যালি কোথায় অবস্থিত?
(ক) রাঙ্গামাটি (খ) খাগড়াছড়ি
(গ) বান্দরবান (ঘ) সন্দ্বীপ

২. কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা-
(ক) মারিসা ভ্যালি (খ) খাগড়া ভ্যালি
(গ) জাবরী ভ্যালি (ঘ) ভেঙ্গী ভ্যালি

৩. 'হিমছড়ি' কোন শহরের নিকট অবস্থিত?
(ক) কক্সবাজার (খ) খাগড়াছড়ি
(গ) রাঙ্গামাটি (ঘ) কাপ্তাই

৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় চূড়ার নাম কী?
(ক) লুসাই (খ) গারো
(গ) কেওক্রাডং (ঘ) জয়ন্তিকা

৫. কেওক্রাডং-এর উচ্চতা প্রায়-
(ক) ১০১০ মিটার (খ) ১৫৩০ মিটার
(গ) ১২৩০ মিটার (ঘ) ১৩৬৪ মিটার

৬. বলিশিরা ভ্যালী কোথায় অবস্থিত?
(ক) রাঙ্গামাটি (খ) মৌলভীবাজার
(গ) বান্দরবান (ঘ) খাগড়াছড়ি

৭. বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকার গড় উচ্চতা কত ফুট?
(ক) ২০০০ (খ) ২০৫০
(গ) ১১০০ (ঘ) ১২০০

৮. প্রাকৃতিক জলপ্রপাত 'হামহাম' বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) সিলেট (খ) খাগড়াছড়ি
(গ) কক্সবাজার (ঘ) মৌলভীবাজার

৯. গারো পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) ময়মনসিংহ
(গ) সিলেট (ঘ) কক্সবাজার

১০. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কোনটি?
(ক) তাজিংডং (খ) কেওক্রাডং
(গ) চিম্বুক পাহাড় (ঘ) গারো পাহাড়

১১. বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট বিজয়ী কে?
(ক) নিশাত মজুমদার (খ) শিরিন সুলতানা
(গ) তানজিনা নিশাত (ঘ) ওয়াসফিয়া নিশাত

১২. লালমাই পাহাড় কোন জেলায়?
(ক) কুমিল্লা (খ) বান্দরবান
(গ) খাগড়াছড়ি (ঘ) সিলেট

১৩. কোন বাংলাদেশ প্রথম এভারেস্ট জয় করেন?
(ক) অর্মত্য সেন (খ) মুসা ইব্রাহিম
(গ) মুহম্মদ ইউনূস (ঘ) ব্রজেন দাশ

১৪. এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণকারী দ্বিতীয় বাংলাদেশী কে?
(ক) মুসা ইব্রাহিম (খ) নিশাত মজুমদার
(গ) ওয়াসফিয়া নাজরীন (ঘ) এম. এ মুহিত

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	খ	০৫	গ
০৬	খ	০৭	ক	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	ঘ		

Teacher's Work

১. **ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্য হিসেবে কবে বাংলাদেশের ইলিশ সনদপ্রাপ্ত হয়?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ (১ম পর্যায়)-২০২২]
ক. ১৭ আগস্ট ২০১৭ খ. ২৭ জানুয়ারি ২০১৯
গ. ১৭ জুন ২০২১ ঘ. ১৭ নভেম্বর ২০১৬ **উত্তর: ক**

২. **নিচের কোনটি 'সুনীল' অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]
ক. বনজ সম্পদ খ. খনিজ সম্পদ
গ. মৎস্য সম্পদ ঘ. সমুদ্র সম্পদ **উত্তর: ঘ**

৩. **২০২২ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কততম জন্মদিন পালন করা হলো?** [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]
ক. ১২৬ খ. ১২৩
গ. ১২৪ ঘ. ১২৫ **উত্তর: খ**

৪. **বরেন্দ্রভূমি বলা হয়-** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়কে
খ. শালবন বিহারকে
গ. মধুপুর ও ভাওয়ালেরগড়কে
ঘ. রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে **উত্তর: ঘ**

৫. **'হাইল হাওর' কোন জেলায় অবস্থিত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]
ক. নেত্রকোণা খ. মৌলভীবাজার
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. হবিগঞ্জ **উত্তর: খ**

৬. **সুরমা ও কুশিয়ারা এ দু'নদীর মিলিত স্রোতের নাম কী?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. কুশিয়ারা খ. বরাক
গ. মেঘনা ঘ. নবগঙ্গা **উত্তর: গ**

৭. **'হালদা ভ্যালি' কোথায় অবস্থিত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. রাঙ্গামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. সন্দ্বীপ **উত্তর: খ**

৮. **বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. ছেড়া দ্বীপ খ. নিঝুম দ্বীপ
গ. মহেশখালী ঘ. সেন্টমার্টিন **উত্তর: গ**

৯. **দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম কী?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ. শিক্ষক: ১৩]
ক. সন্দ্বীপ খ. সোনাদিয়া
গ. পূর্বাশা দ্বীপ ঘ. কুতুবদিয়া **উত্তর: গ**

১০. **বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (প্রায়) কত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০২]
ক. ১৬০ সে.মি. খ. ১৮০ সে.মি.
গ. ২০৩ সে.মি. ঘ. ২২০ সে.মি. **উত্তর: গ**

১১. **বাংলাদেশ কোন সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করে?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. ১৯৯২ খ. ২০০৩
গ. ২০০৪ ঘ. ২০০৫ **উত্তর: ক**

১২. **কোনটি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নয়?**
ক. গেওয়া খ. শাল
গ. সুন্দরী ঘ. কেওড়া **উত্তর: খ**

১৩. **সুন্দরবন কোন ধরনের বন?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. রেইন খ. কনিয়ার
গ. ম্যানগ্রোভ ঘ. কোনোটিই নয় **উত্তর: গ**

১৪. **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. হাসেম খান খ. জয়নুল আবেদীন
গ. হামিদুর রহমান ঘ. কামরুল হাসান **উত্তর: ঘ**

১৫. **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ৪ : ৩ খ. ৫ : ৩ বা ১০ : ৬
গ. ৩ : ২ ঘ. ৬ : ৫ **উত্তর: খ**

১৬. **বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত স্থানের নাম কী?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. বাংলাবান্ধা খ. নক্সালবাড়ি
গ. তেঁতুলিয়া ঘ. পঞ্চগড় **উত্তর: ক**

১৭. **বাংলাদেশের কোন জেলা দুই দেশের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. খাগড়াছড়ি খ. বান্দরবান
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. কুমিল্লা **উত্তর: গ**

১৮. **ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব নাম-** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. জালালাবাদ খ. ইসলামাবাদ
গ. নাসিরাবাদ ঘ. সিংহ গ্রাম **উত্তর: গ**

Student's Work

১. **সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'আমার সোনার বাংলা' কে জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে?**
(ক) ৪নং অনুচ্ছেদ (খ) ৫নং অনুচ্ছেদ
(গ) ৩নং অনুচ্ছেদ (ঘ) ৬নং অনুচ্ছেদ

২. **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম কোথায় উত্তোলন করা হয়?**
(ক) রেসকোর্স ময়দানে (খ) কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র
(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঘ) মুজিবনগর

৩. **'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'– গানটির রচয়িতা কে?**
(ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) জসীমউদ্দীন
(গ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. **বাংলা সন প্রবর্তন করেন–**
(ক) সম্রাট বাবর (খ) সম্রাট জাহাঙ্গীর
(গ) সম্রাট আকবর (ঘ) সম্রাট শাহজাহান

৫. বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা কে?
(ক) কবি জসীম উদ্দিন (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) মোহিতলাল মজুমদার (ঘ) বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ডিজাইনার কে?
(ক) এ এন সাহা (খ) কামরুল হাসান
(গ) রফিকুন্নবী (ঘ) জয়নুল আবেদিন

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে কোন চেতনায়?
(ক) শৃঙ্খলা উন্নতিকল্পে
(খ) দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায়
(গ) দেশাত্মবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে
(ঘ) সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে

৮. জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক কয়টি?
(ক) ১০টি (খ) ৭টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৬টি

৯. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অবস্থান ঢাকার–
(ক) মিরপুর (খ) শাহবাগ
(গ) আগারগাঁও (ঘ) ক্যান্টনমেন্ট

১০. জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত?
(ক) ১৫০ ফুট (খ) ১৮০ ফুট
(গ) ২১৬ ফুট (ঘ) ১৭২ ফুট

১১. রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষিত বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যানের নাম কি?
(ক) চন্দ্রিমা উদ্যান (খ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
(গ) রমনা পার্ক (ঘ) ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান

১২. বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম অংকন করেন কে?
(ক) জেমস রেনেল (খ) লুই আই কান
(গ) কামরুল হাসান (ঘ) হামিদুর রহমান

১৩. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি–
(ক) তানভীর আহমেদ (খ) হামিদুর রহমান
(গ) শহীদুজ্জামান (ঘ) রফিকুজ্জামান

১৪. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে?
(ক) নজরুল ইসলাম (খ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঘ) সুকুমার রায়

১৫. বাংলাদেশের রণসঙ্গীতটির সুরকার কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) সমর দাস (ঘ) শেখ লুৎফর রহমান

১৬. বাংলাদেশের জাতীয় পাখির বৈজ্ঞানিক নাম কি?
(ক) Taenia saginata (খ) Tanualosa ilisha
(গ) Copsychus saularis (ঘ) Panthera tigris

উত্তরমালা

০১	ক	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	গ								

১. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে নিচের যেগুলো রয়েছে–
(ক) ধান, পান, শাপলা (খ) ধান, পাট, শাপলা
(গ) ধান, পান, পাট (ঘ) পাট, পান, শাপলা

২. When was the national anthem of Bangladesh first published?
(ক) Bengali year 1310 (খ) Bengali year 1312
(গ) Bengali year 1315 (ঘ) Bengali year 1320

৩. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
(ক) শাহাবুদ্দীন (খ) জসীমউদ্‌দীন
(গ) কামরুল হাসান (ঘ) এঁদের কেউ নন

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোগ্রামটির নকশা কার আঁকা?
(ক) এ এন এ সাহা (খ) হাশেম খান
(গ) কাইয়ুম চৌধুরী (ঘ) আব্দুস শাকুর শাহ্

৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদক কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) কবির চৌধুরী
(গ) সৈয়দ আলী আহসান (ঘ) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

৬. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে যে তারকাগুলো রয়েছে তা দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে?
(ক) অর্থনীতি
(খ) বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য
(গ) অঙ্গীকার
(ঘ) বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ

৭. বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত–
(ক) আগারগাঁও (খ) শাহবাগ
(গ) মহাখালী (ঘ) নীলক্ষেত

৮. বিদেশে কোন মিশনে স্বাধীন বাংলার পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়?
(ক) লন্ডন (খ) কলকাতা
(গ) টোকিও (ঘ) ওয়াশিংটন

৯. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত কত?
(ক) ৬ ঃ ৪ (খ) ১১ ঃ ৭
(গ) ১০ ঃ ৬ (ঘ) ৯ ঃ ৬

১০. বাংলাদেশের সাথে কোন দেশের জাতীয় পতাকার মিল রয়েছে?
(ক) দক্ষিণ কোরিয়া (খ) তাইওয়ান
(গ) ফিলিস্তিন (ঘ) জাপান

১১. সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
(ক) সৈয়দ মাইনুল হোসেন (খ) এফ আর খান
(গ) নিতুন কুণ্ডু (ঘ) হামিদুর রহমান

১২. 'আমার সোনার বাংলা' গানের কটি লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নেয়া হয়েছে?
(ক) প্রথম আটটি (খ) প্রথম নয়টি
(গ) প্রথম দশটি (ঘ) প্রথম বারোটি

১৩. জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড)-এর মাধ্যমে কত ধরনের সেবা পাওয়া যাবে?
(ক) ২০ (খ) ২১
(গ) ২২ (ঘ) ২৩

১৪. বাংলাদেশের রণ-সংগীতের রচয়িতা কে?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) আব্বাস উদ্দিন আহমেদ
(গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

১৫. মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
(ক) কামরুল হাসান (খ) মঈনুল হোসেন
(গ) শিব নারায়ণ দাস (ঘ) হামিদুর রহমান

১৬. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন কে?
(ক) শাজাহান সিরাজ (খ) আ স ম আব্দুর রব
(গ) নূরে আলম সিদ্দিকী (ঘ) আব্দুল কুদ্দুস মাখন

১৭. কোনটি বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ?
(ক) কাঁঠাল (খ) আম
(গ) গর্জন (ঘ) বট

১৮. Duration of national identity card is for-
(ক) 10 years (খ) 12 years
(গ) 15 years (ঘ) Lifelong

১৯. উৎসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের কত লাইন বাজানো হয়?
(ক) প্রথম চার চরণ (খ) প্রথম দশ চরণ
(গ) প্রথম ছয় চরণ (ঘ) শেষ চার চরণ

২০. বাংলাদেশের 'জাতীয় সংগীত' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে?
(ক) সোনার তরী (খ) চৈতালী
(গ) বঙ্গমাতা (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরমালা

০১	খ	০২	খ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	গ	০৬	ঘ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	গ	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ঘ

১. বাংলাদেশের পদ্মা নদীর কোথায় যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে?
(ক) চাঁদপুর (খ) গোয়ালন্দ
(গ) ভোলা (ঘ) বরিশাল

২. হালদা নদী কেন বিখ্যাত?
(ক) এখান থেকে মাছের ডিম সংগ্রহ করা হয়
(খ) এটি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়
(গ) এর মোহনায় সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছে
(ঘ) এর নিচে দিয়ে টানেল স্থাপন করা হচ্ছে

৩. কোন নদী বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় সমাপ্ত হয়েছে?
(ক) যাদুকাটা নদী (খ) কর্ণফুলী নদী
(গ) গোমতী নদী (ঘ) সাঙ্গু নদী

৪. হালদা নদী কিসের জন্য বিখ্যাত?
(ক) একটি খরস্রোত পাহাড়ি নদী
(খ) একটি পর্যটন এলাকা
(গ) একটি প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র
(ঘ) প্রকৃতিগত সংকটাপন্ন এলাকা

৫. কোন নদীটি ভারতের বরাক নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
(ক) যাদুকাটা নদী (খ) ডাউকী নদী
(গ) হালদা নদী (ঘ) সুরমা নদী

৬. নিচের কোন নদীগুলো উৎপত্তি ও সমাপ্তি বাংলাদেশে?
(ক) মনু ও সালদা (খ) সালদা ও গোমতী
(গ) ফেনী ও সাঙ্গু (ঘ) হালদা ও সাঙ্গু

৭. দূষণ ও দখলের হাত থেকে রক্ষা করতে আদালত সম্প্রতি কোন নদীটিকে 'জীবন্ত সত্তা' ঘোষণা করে রায় দিয়েছে?
(ক) বুড়িগঙ্গা (খ) তুরাগ
(গ) পদ্মা (ঘ) মেঘনা
(ঙ) কোনোটিই নয়

৮. ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
(ক) গঙ্গোত্রী হিমবাহ (খ) হিমালয়ের উত্তর খণ্ডে
(গ) তিব্বত (ঘ) কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বত

৯. নদী শাসন কী?
(ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ (খ) নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ
(গ) নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ (ঘ) নদী খনন

১০. পদ্মা ও মেঘনা নদীর মিলন স্থলের নাম কী?
(ক) গোয়ালন্দ (খ) চাঁদপুর
(গ) ভোলা (ঘ) বরিশাল

১১. তিস্তা বাঁধ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) দিনাজপুর (খ) নীলফামারী
(গ) লালমনিরহাট (ঘ) কুড়িগ্রাম

১২. কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের কোন রাজ্যে?
(ক) ত্রিপুরা (খ) মিজোরাম
(গ) মনিপুর (ঘ) আসাম

১৩. চিত্রা নদীর পাড়ে কোন শহর অবস্থিত?
(ক) ফরিদপুর (খ) নড়াইল
(গ) মাদারীপুর (ঘ) যশোহর

১৪. বাংলাদেশের নদের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

১৫. বাংলাদেশের কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে?
(ক) তিস্তা (খ) সুরমা
(গ) যমুনা (ঘ) কর্ণফুলী

১৬. কোন নদীর অপর নাম কীর্তিনাশা?
(ক) পদ্মা (খ) যমুনা
(গ) মেঘনা (ঘ) ব্রহ্মপুত্র

১৭. বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) যমুনা (ঘ) ব্রহ্মপুত্র

১৮. নিচের কোন নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে?
(ক) করতোয়া (খ) কর্ণফুলী
(গ) হালদা (ঘ) মাতামুহুরী

১৯. ব্রহ্মপুত্র কোথায় এসে দুটি স্রোতধারায় বিভক্ত হয়?
(ক) দেওয়ানগঞ্জ (খ) আজমিরীগঞ্জ
(গ) গোয়ালন্দ (ঘ) ভৈরব

২০. বাংলাদেশের গভীরতম নদী কোনটি?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) যমুনা (ঘ) সুরমা

২১. কোন নদীর ভারতীয় অংশের নাম বরাক?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) যমুনা (ঘ) তিস্তা

২২. টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে কোন নদীতে?
(ক) সুরমা (খ) কুশিয়ারা
(গ) মনু (ঘ) বরাক

২৩. 'বাকল্যান্ড বাঁধ' কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) শীতলক্ষ্যা (খ) বুড়িগঙ্গা
(গ) ধলেশ্বরী (ঘ) গোমতী

২৪. 'এগারসিন্ধুর গ্রাম'-এর নামরকণের কারণ হলো, পূর্বে সেখানে–
(ক) এগারটি দুর্গ ছিল
(খ) ঈসা খানের ১১ কক্ষবিশিষ্ট দালানবাড়ি ছিল
(গ) এগারটি নদীর সংযোগস্থল ছিল
(ঘ) এগারটি দীঘি ছিল

২৫. 'নদী সিকস্তি' কারা?
(ক) নদীর চর জাগলে যারা দখল করতে চায়
(খ) পূজা-পার্বণে যারা নদীতে স্নান করতে যায়
(গ) নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জনগণ
(ঘ) নদীর ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত জনগণ

২৬. বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী কোনটি?
(ক) মেঘনা (খ) পদ্মা
(গ) যমুনা (ঘ) কর্ণফুলী

২৭. মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
(ক) গঙ্গা (খ) ব্রহ্মপুত্র
(গ) করতোয়া (ঘ) মহানন্দা

২৮. মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে–
(ক) চাঁদপুরের কাছে (খ) ভৈরব বাজারে
(গ) গোয়ালন্দে (ঘ) নারায়ণগঞ্জে

২৯. সুরমা ও কুশিয়ারা এ দু'নদীর মিলিত স্রোতের নাম–
(ক) কুশিয়ারা (খ) বরাক
(গ) মেঘনা (নয়তো কালনি) (ঘ) নবগঙ্গা

৩০. মাতামুহুরী নদী নিম্নের কোথা হতে উৎপন্ন হয়েছে?
(ক) লামার মইভার পর্বত
(খ) খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত
(গ) আসামের লুসাই পাহাড়

৩১. কোন নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে?
(ক) যমুনা (খ) তিস্তা
(গ) পদ্মা (ঘ) কুলিখ

৩২. তিস্তা নদীর উৎপত্তি হল–
(ক) তিব্বত (খ) সিকিম
(গ) ভুটান (ঘ) নেপাল

৩৩. নিম্নের কোনটি নদী নয়?
(ক) পদ্মা (খ) মেঘনা
(গ) যমুনা (ঘ) ব্রহ্মপুত্র

৩৪. ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থল–
(ক) আরাকান পাহাড় (খ) গঙ্গোত্রী হিমবাহ
(গ) লুসাই পাহাড় (ঘ) মানস সরোবর

৩৫. ধানসিঁড়ি নদী কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) পাবনা (খ) চাঁদপুর
(গ) ঝালকাঠি (ঘ) খুলনা

৩৬. কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল কোনটি?
(ক) মিজোরামের লুসাই পাহাড়
(খ) ত্রিপুরা পাহাড়
(গ) নাগমনিপুর পাহাড় (ঘ) লামার মইভার পর্বত

৩৭. কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে?
(ক) কর্ণফুলী (খ) হালদা
(গ) মাতামুহুরী (ঘ) সাঙ্গু

৩৮. কুশিয়ারা কোন অঞ্চলের নদী?
(ক) সিলেট (খ) রংপুর
(গ) বরিশাল (ঘ) চট্টগ্রাম (ঙ) যশোর

৩৯. পদ্মা ও যমুনা নদীর মিলন স্থল কোথায়?
(ক) চাঁদপুর (খ) আজমিরীগঞ্জ
(গ) গোয়ালন্দ (ঘ) চিলমারী

৪০. বাংলাদেশ-ভারত এর অভিন্ন নদীর সংখ্যা–
(ক) ৫৭ (খ) ৫৪
(গ) ৫১ (ঘ) ৫৩

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	খ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	গ	২৮	খ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	খ	৩৩	ঘ	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	ক	৩৭	ক	৩৮	ক	৩৯	গ	৪০	খ

Class Exam

১. বাংলাদেশ এশিয়ার কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
(ক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (খ) দক্ষিণ এশিয়া
(গ) মধ্য এশিয়া (ঘ) দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

২. বাংলদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৫১৩৮ কিলোমিটার (খ) ৫১৪০ কিলোমিটার
(গ) ৫১৪৪ কিলোমিটার (ঘ) ৫১৫০ কিলোমিটার

৩. বাংলাদেশে প্রস্তাবিত ৬৫তম জেলার নাম কি?
(ক) সোনাগাজী (খ) টুঙ্গিপাড়া
(গ) ভৈরব (ঘ) আড়িখা

৪. বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমের থানা কোনটি?
(ক) কালীগঞ্জ (খ) শ্যামনগর
(গ) পাইকগাছা (ঘ) কয়রা

৫. জৈয়ন্তিকা পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
(ক) ময়মনসিংহ (খ) সিলেট
(গ) রাঙ্গামাটি (ঘ) বান্দরবান

৬. কোন অঞ্চল প্লাইস্টোসিন ভূমিরূপের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) চাঁদপুর (খ) মাদারীপুর
(গ) গাজীপুর (ঘ) রংপুর

৭. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয়?
(ক) ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২ (খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

৮. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'আমার সোনার বাংলা' কে জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে?
(ক) ৪নং অনুচ্ছেদ (খ) ৫নং অনুচ্ছেদ
(গ) ৩নং অনুচ্ছেদ (ঘ) ৬নং অনুচ্ছেদ

৯. বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?
(ক) ফরিদপুর (খ) চাঁদপুর
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) নারায়ণগঞ্জ

১০. কোন নদী বাংলাদেশে উৎপত্তি হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে?
(ক) যমুনা (খ) তিস্তা
(গ) পদ্মা (ঘ) কুলিখ

iddabari

Answers

১	খ
২	ক
৩	গ
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	ক
৮	ক
৯	ক
১০	ঘ